ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 June 2022 ■ আগরতলা ২৩ জুন, ২০২২ ইং ■ ৮ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভোট সামগ্রী নিয়ে ভোটকর্মীরা বুধবার উমাকান্ত স্কুল থেকে রওয়ানা দিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

উপনির্বাচনে ভোটার ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২ পোস্টাল ব্যালটে ভোট পড়েছে ২৮০৫টি

আজ তেইশের সেমিফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভার চারটি আসনে উপনির্বাচন। কমিশনের তরফ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। নিরাপত্তার চাদড়ে মোড়ে ফেলা হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রগুলি। এই উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির যেমন তৎপরতা দেখা গিয়েছে তেমনি রাজ্যের মানুষের মধ্যে এক উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। যেহেতু তেইশে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেই সুবাধে এই উপনির্বাচনকে রাজনৈতিক মহল সেমিফাইনাল হিসাবেই ধরে নিয়েছে।

ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২ জন। তাঁদের ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড পোস্টাল ব্যালট সিস্টেম ও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন ২৮০৫ জন।

আজ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ৯৩ হাজার ৬৩৮ জন। মহিলা ৯৫ হাজার ৩৮৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৫ জন। তাঁর দাবি, এই উপনির্বাচনে ৬৭৩ জন সার্ভিস ভোটার ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড পোস্টাল ব্যালট সিস্টেমে (ইটিপিবিএস)-র মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন।

এছাড়া পোস্টাল ব্যালটে ৮৪১ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। তাছাড়া ৮০ উর্ধ বয়সের ১ হাজার ১০৭ জন, ১৮৪ জন দিব্যাঙ্গজন ভোটার অ্যাবসেন্টি ভোটার ক্যাটাগরিতে প্রথমবারের মতো বাড়িতেই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন।তাঁর বক্তব্য, এই ক্যাটাগরিতে ৬-আগরতলা কেন্দ্রে ২৮১ জন, ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ৩৭৭ জন, ৪৬-সুরমা (এসসি) কেন্দ্রে ২০৬ জন এবং ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্রে ৪২৭ জন ভোট দিয়েছেন। পোস্টাল ব্যালটে মোট ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ত্রিপুরায় প্রায় ১০০ শতাংশ ভোটারের কাছে ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে। তাছাড়া, গত জানুয়ারি মাসে আরও ৪০ হাজার নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে।

এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, ত্রিপুরায় প্রায় ১০০ শতাংশ ভোটারকেই ভোটার আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এই বছরের জানুয়ারি মাসে আরও ৪০ হাজার নতুন ভোটার এবং ৩০ হাজার সংশোধিত ভোটার আইডি কার্ড রাজ্যের ভোটারদের মধ্যে বিলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহালাবাড়ীতে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে জলের স্রোতে ভূপাতিত সাতটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। পুকুরের পাড় ভেঙে গিয়ে এলাকা প্লাবিত হয়ে ভূপাতিত হয় কয়েকটি মাটির ঘর। ঘটনা মঙ্গলবার খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ব্লকের পূর্ব বেহালাবাড়ী এ ডি সি ভিলেজের পুরান সুখিয়াবাড়ীতে। জানা যায়, পাড়ার জনৈক সোনাচরণ দেববর্মা সম্প্রতি তার বাড়ীর পাশের নিজস্ব টিলাজমিতে মাটি কেটে একটি নতুন পুকুর খনন করেন।

প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কানি পরিমাণ জায়গা জুড়ে এই নতুন পুকুরটি খনন করেন জমির মালিক। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পুকুরের পাড় দুদিক দিয়ে ভেঙে যায়। মঙ্গলবার পুকুরের পাড় ভেঙে গিয়ে প্রবল বেগে জলের তোড়ে টিলার নীচের সাতটি বাড়ীর মাটির দেওয়াল ঘেরা বসতঘর ভূপাতিত হয়।

ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। তুলাশিখর ব্লকের বি ডি ও মানস ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বি ডি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলো সদ্যদের আপাতত অন্য জায়গায় রাখার জন্য বন্দোবস্ত করেন।

পুলিশ হেপাজতে আসামীর মৃত্যু, দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। সোনামুড়া থানায় পুলিশি নির্যাতনে মৃত জামাল হোসেনের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তির ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার এই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। উল্লেখ্য গত ১৪ সেপ্টেম্বর সোনামুড়া থানার পুলিশ জামাল হোসেনকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়।

থানায় নিয়ে গিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালায় পুলিশ। পুলিশি নির্যাতনে সোনামুড়া থানায় মৃত্যু হয় জামাল হোসেনের। জামাল হোসেনের মৃত্যুর পর সোনামুড়া থানা থেকে তার বাড়িতে ফোন করে বলা হয় অসুস্থ হয়ে জামাল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু জামাল হোসেনের পরিবার তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। জামাল হোসেন এর পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় জামাল হোসেনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে । এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়।

বুধবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিত মোহান্তির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার চূড়ান্ত রায় হয়। মামলায় রায় সম্পর্কে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন এ বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিপূর্ণ ও উৎসবের মেজাজে ভোট গ্রহণে সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ঃ সিইও

থাকছে সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবের মেজাজে আগামীকাল রাজ্যের ৪টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ করার লক্ষ্যে সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে বলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কিরণ গিত্যে। তাঁর কথায়, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনায় নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ভোটাররা।তাঁর দাবি, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবার উপনির্বাচনেও উতবের মেজাজে ভোটপর্ব সম্পন্ন করার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোটারদের সহায়তায় কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। ভোট কর্মীরা আজকেই নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে পৌছে যাবেন এবং নির্বাচনের দায়িত্ব নেবেন। তাঁদের সাথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ভোটপর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য কড়া নজরদারি রাখা হবে। এদিন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিইও কীরণ গিত্যে। ছবি নিজস্ব।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত কমপক্ষে ২৮০ জন

কাবুল, ২২ জুন (হি.স.)।। শক্তিশালী ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের পূর্বাংশে ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৮০ জনের, আহতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২৫০। আফগানিস্তানে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্প টের পাওয়া যায় ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর ও পাকিস্তানেও। ভূমিকম্পের তীব্রতায় আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়ি, মাটিতে মিশে গিয়েছে অনেক বাড়ি। আফগানিস্তানের চারটি জেলা ভূমিকম্পের তীব্রতায় লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগই পাকতিকা প্রদেশের জ্ঞান জেলার বাসিন্দা। পাকতিকা প্রদেশেই ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে ২৫০ জন আহত হয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাদ থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। জিরানীয়ায় ছাদ নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম দিলচান কুমার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় জিরানীয়া এলাকার একটি বাড়িতে ছাদ নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে ছাদের উপর থেকে নিচে পড়ে যায় এক শ্রমিক। ছাদ নির্মাণ করার সময় অসতর্কতা বশত ছাদের উপর থেকে নিচে পড়ে যায় দিলচান কুমার নামে এক শ্রমিক। অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে প্রথমে জিরানীয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জিরানীয়া হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে স্বাভাবিক ১৪৮টি

উপনির্বাচনে নিরাপত্তায় ২৫ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী ও টিএসআর মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ত্রিপুরায় ২২১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ১৪৮টি কেন্দ্রকে স্বাভাবিক বলে আরক্ষা প্রশাসন চিহ্নিত করেছে। বাকি ভোটকেন্দ্রগুলি অতি স্পর্শকাতর, স্পর্শকাতর এবং ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এদিকে, নিরাপত্তার দায়িত্বে ২০ কোম্পানী কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী এবং ৫ কোম্পানী টিএসআর রয়েছে।

আজ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, ত্রিপুরায় উপনির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্থানীয় আরক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এরমধ্যে আগরতলার দুটি কেন্দ্রের জন্য ১০ কোম্পানি এবং সুরমা ও যুবরাজনগর কেন্দ্রের জন্য আরও ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও টিএসআর-এর ৫টি কোম্পানিও ভোটদানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিযুক্ত থাকবে।

এদিন ত্রিপুরা পুলিশের আই জি আইন শৃঙ্খলা জি এস রাও বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, ২২১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ১০টি অতি স্পর্শকাতর, ৫৯টি স্পর্শকাতর, ৪টি ঝুঁকিপূর্ণ এবং ১৪৮টি কেন্দ্রকে স্বাভাবিক বলে আরক্ষা বাহিনী চিহ্নিত করেছে।তবুও, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কিরণ গিত্যে ভোটাররা ভয়মুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ ভোট প্রদান করতে পারবেন বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধসে বিঘ্নিত যান চলাচল স্বাভাবিক করে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যোগাযোগ পুনরায় চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরার পরিবহন বিভাগের প্রধান সচিব এল ডারলং আজ জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এলপিজি বোঝাই গাড়িগুলি ইতিমধ্যেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিবাহিত মহিলার সাথে বিয়ের জন্য চাপ, অপমানে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। স্থানীয় মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য তীব্র অপমান সহ্য করতে হয় লিটন দাস নামে এক যুবককে। তারপরই সোমবার নিজ ঘর থেকে লিটনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে কি অপমানের বসেই আত্মহত্যা? নাকি অন্য কিছু। ধোঁয়াশা এলাকাজুড়ে।।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বিশালগড় নমপাড়া এলাকার বাসিন্দা লিটন দাস বিবাহিত মহিলার সঙ্গে চাম্পামুরা ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। ঠিক তখনই এলাকার কিছু অতি উৎসাহী জনগণ তাদের ওপর চড়াও হয়। অভিযোগ, জীবন নম, মরন নম, কাজল দত্ত, উত্তম দাস সহ এলাকার বেশ কয়েকজন মানুষ লিটন দাসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে ওই মহিলাকে তার বিয়ে করতে হবে। কিন্তু বিবাহিত মহিলাকে বিয়ে করতে আপত্তি জানান লিটন। পরবর্তী সময়ে খবর দেওয়া হয় লিটনের পরিবারের সদস্যদের। ঘটনাস্থলে লিটনের পরিবার গেলে সেখানে প্রত্যেককে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়পাথরীতে বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে নিগমের অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ জুন।। বিলোনিয়া বড়পাথরী বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস ঘেরাও করল যশমুড়া এলাকার ক্ষুব্দ জনগণ। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত যশমূড়া এলাকার বাসিন্দারা। তাদের দাবি নিয়ে তারা বড়পাথরী বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে গিয়ে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও করে। ইঞ্জিনিয়ার সত্যজিৎ বৈদ্য তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীর্ঘ বছর ধরে যশমূড়া এলাকায় বিদ্যুতের লো ভোল্টেজ এবং বিদ্যুৎ সমস্যা থাকার কারণে এলাকাবাসীদের ফ্রিজ থেকে শুরু করে জলের মোটর, কৃষকদের জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ চালিত যে সমস্ত বৈদ্যুতিক জিনিস রয়েছে সবকিছু প্রায় অকেজু হওয়ার উপক্রম। এমনকি তারা মোবাইলের চার্জ পর্যন্ত দিতে পারছেন না।

তাই দীর্ঘদিন ধরে দপ্তর কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় আজ এলাকার যুবকরা দপ্তরের অফিস ঘেরাও করে তার কারণ জানতে। আর তখনই ঘটে বিপত্তি ক্ষুব্ধ হয়ে ইঞ্জিনিয়ার সত্যজিৎ বৈদ্য সবার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকন্যা, লড়াকু নেত্রী মমতার ভাবমূর্ত্তি ক্রমেই ম্লান হচ্ছে

গণবর্জিত ও দল বদলের মাস্টার রাজ্যে তৃণমূলের কর্ণধার

।। দেবাশীষ ঠাকুর।।

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে বহু দলের বিচরণ মুছে যায়নি। ক্ষুদ্র এই পার্বতী রাজ্য রাজন্য শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক সরকারের পত্তন এক দীর্ঘ ইতিহাস। তখন গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থেই সজিব ছিল। মুক্ত বাতাসে গণতন্ত্র বিচরণ করত। কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের উত্থানের ইতিহাস এই গণতান্ত্রিক কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে এক অধ্যায় রচিত হয়ে আছে। এই অধ্যায় সংগ্রামের অধ্যায়, আদর্শের জন্য লড়াইয়ের অধ্যায়। যে অধ্যায় আজকের যুগে বিস্মৃত প্রায়। বৃহস্পতিবার সকালে এরাজ্যে, উপনির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরার মানুষ। এই গণতন্ত্রে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা কতটা নিশ্চিতভাবে হতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন নেই একথা বলা যাবে না। গত পুর ভোটের শিক্ষা রাজ্যের মানুষের আছে। এবারের উপনির্বাচনে নতুন শিক্ষার মুখে দাঁড় করিয়েছে। গণতন্ত্রের শক্তিকে সংহত করার ক্ষেত্রে এরাজ্যে কোন দলের ভূমিকা কতটা সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে এরাজ্যে তৃণমূলের আগমনের লক্ষ্য কি। সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা দখল না দলের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার কৌশল। তৃণমূলের তো কোন নেতা এই রাজ্যে নেই। যে

নেতার গ্রহণযোগ্যতা নেই, সামান্য জনপ্রিয়তার আঁচ নেই, যে নেতার ইতিহাস কলঙ্কিত, যে নেতা দলবদলের মাস্টার। সেই দলকে রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করবে কোন কারণে, কোন যুক্তিতে?

ত্রিপুরায় একসময় অনেক সজ্জন ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে সামিল হয়েছিলেন।

নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনাড়ম্বর জীবন, তাঁর আদর্শ, তাঁর কঠিন লড়াইয়ের ইতিহাস জনমনে রেখাপাত করেছিল। মমতা এরাজ্যে যুব কংগ্রেস নেত্রী হিসাবে পা রেখেছিলেন। কংগ্রেসের সংগঠনের জন্য লড়াই করেছেন এই ত্রিপুরায়। সেই লড়াকু অগ্নিকন্যা কংগ্রেস ছেড়েছিলেন নীতিহীনতার কারণে। মা মাটি মানুষের কাছ থেকে দূরে সরবার কারণে। সিপিএমকে তলে তলে মদত দেয়ার কারণে। পরিবারতন্ত্রের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে থাকার কারণে। অগ্নিকন্যা মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সংগ্রামীদের নিয়ে যে দল গড়েছিলেন সেই আদর্শ আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। একজন স্বচ্ছ অধ্যাপক মানিক দেব রাজ্যে তৃণমূলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনিও দলের আদর্শ বিচ্যুতির জন্য নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। অনেক শিক্ষানুরাগী, জনমনে স্বচ্ছ ভাবমুর্তির অধিকারী ত্রিপুরার তৃণমূলের খাতায় নাম লিখিয়ে স্বল্প দিনের অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। কারণ তাঁরা দেখেছেন তৃণমূল সেই আদর্শের অনুসরিত পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদির মাঝে ডুবে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার জোরে নির্বাচনে জয়লাভ করার যে ঘটনা সেখানেও আজ বিতর্ক উঠেছে। বিজেপির অস্বচ্ছতাও এক্ষেত্রে তৃণমূলকে কিছুটা সাহস যুগিয়েছে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেতাদের অনেকেই এখন টাকার কুমীর বনে গিয়েছেন। এই অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬৪ ▫ ২৩ জুন ২০২২ ইং ▫ ৭ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

আজ গণতন্ত্রের উৎসব

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণদেবতারা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ পরিবার মধ্য দিয়া জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া থাকেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনকল্যাণে কাজ করেন। সেই লক্ষ্যেই আজ রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। আগরতলা, বড়দোয়ালী, সুরমা ও যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হইবে।আগরতলা ও বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের তৎকালীন বিজেপির বিধায়ক যথাক্রমে সুদীপ রায় বর্মন এবং আশীষ সাহা সরকারের কাজ-কর্মের অসন্তোষ ব্যক্ত করিয়া বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও শাসক দলের বিধায়ক আশিস দাস বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়াছিলেন। এছাড়া যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ এর অকাল মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী শূন্য আসনগুলিতে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করিয়াছে নির্বাচন কমিশন। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের উৎসব। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একাংশের রাজনৈতিক দল ও নেতারা ভোটগ্রহণপর্বকে প্রহসনে পরিণত করিবার নানা চক্রান্ত করিয়া থাকে। এই ধরনের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক উৎসব কলঙ্কিত হয়। গণতন্ত্রের এই উৎসব কে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত পরিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে নির্বাচন দপ্তর এর উপর। নির্বাচন দপ্তর একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। দপ্তর কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে ভোট করবো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষনীয় হইয়া উঠে নির্বাচন দপ্তর এর একাংশ রাজনৈতিক দলের হুকোয় তামাক সেবন করিয়া ভোট পর্বকে প্রহসনে পরিণত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা কোনোভাবেই কাম্য নয়। জনগণ সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকজনরা যদি ভোট পর্বকে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে না পারে তাহা হইলে এর চাইতে লজ্জাজনক আর কিছুই হইতে পারে না। এবারের চারটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে নিয়েও নানা অভিযোগ উঠিয়াছে। অবৈধভাবে বহিরাগতদের আনিয়া বুথ দখল এবং ভোট পর্বকে অশান্ত করিবার নানা চক্রান্ত শুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অবশ্য বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করিবেন সাহস যুগাইয়াছেন। নির্বাচন দপ্তর ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াও আশ্বস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখিবার বিষয় ভোট পর্ব অবাক ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করা সম্ভব হয় কিনা।

পার্বত্য ঘেরা আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় ভোটদান উৎসবের যথেষ্ট ঐতিহ্য রহিয়াছে। এই রাজ্যের জাতি উপজাতি সহ সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ জন ভোটকেন্দ্রে গিয়া উৎসবের মেজাজে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঐতিহ্য যাহাতে কোনও ভাবেই ক্ষুণ হইতে না পারে সেই দিকে নির্বাচন দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত করিতে না পারিলে নির্বাচন দপ্তরের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইবে। রাজ্যের জনগণকে প্রত্যাশা করিতেছেন নির্বাচন দপ্তর এবং প্রশাসন রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করিতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্বাচন দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। কেননা ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করা নির্বাচন দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে নির্বাচন দপ্তর এর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠিবে। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দেশ ভারত বর্ষ। বিশাল জনসংখ্যার এই দেশে জনগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। শুধু কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্য সরকার গঠন , পঞ্চায়েত ,নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ ,পুরনিগম সহ স্থানীয় বডির সমস্ত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দেন। জনগণের বিশ্বাস তাহাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনকল্যাণে কাজ করিবেন। নির্বাচিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক রঙ বিচার না করিয়া সকল জনগণের প্রতি সমান ব্যবহার এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে একই মনোভাব গ্রহণ করিবেন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হইল রাজনৈতিক হিংসাত্মক মনোভাব ও বিদ্বেষ আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নানাভাবে কলঙ্কিত করিয়া চলিতেছে। এই ধরনের প্রয়াস হইতে রাজনৈতিক দলগুলিকে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অন্যথায় দেশের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও এই ধরনের মানসিকতা জরুরী। বৃহস্পতিবার সকাল হইতে রাজ্যের বিধানসভা এলাকায় গণতন্ত্রের উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা যাহাতে জনকল্যাণের অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে সেটাই প্রত্যাশা।

আলোর অভিযাত্রী সেলিনা হোসেন

এস ডি সুব্রত

সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয় একটি জাতি তথা একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক জীবনপ্রণালি। সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি। সাহিত্য মানেই তো জীবন। সাহিত্যের নিরংকুশ সংজ্ঞা দেওয়া মুশকিল। সাহিত্য শব্দটি ''সহিত'' শব্দ থেকে উদ্ভূত। সহিত অর্থ সংযুক্ত, সমন্বিত, হিতকর, সঙ্গে, সাথে। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শিল্পসমন্বিত বাক্যবিন্যাসই সাহিত্য। সাহিত্য শব্দটি ''সম্মিলন'' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সম্মিলন হলো মনে-মনে, আত্মায়-আত্মায়, হৃদয়ে-হৃদয়ে মিলন। সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণস্বরূপ। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আস্থা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সত্য যখন শব্দশিল্পের পরশে সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা যুগ-যুগ ধরে সংবেদনশীল হয়ে মানুষের মনে রস-আবেদন সৃষ্টি করে। তাই সাহিত্যে যে-কোনো মুক্তিকামী জাতির কথা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি স্পষ্ট হয় মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুক্তিযুদ্ধের শৈল্পিক প্রভাব পড়ে সাহিত্যের ওপর। সাহিত্য বহতা নদীর মতো অস্থিতিশীল। নদীর মতো সাহিত্যেরও রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ উপন্যাসে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যা নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টিশীলতায় আজও প্রবহমান। বাংলাদেশে উপন্যাসের পালাবদলের যে-ধারা তা লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের উপন্যাসের অধিকাংশই সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সময়ের স্রোত বেয়ে আসে মুক্তিযুদ্ধ, সৃষ্টি হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস সমূহের মধ্যে শহিদ আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত, শওকত আলীর যাত্রা, শওকত ওসমানের নেকড়ে অরণ্য, জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলো, রশীদ হায়দারের খাঁচায় অন্ধ কথামালা, সেলিনা হোসেনের হাঙর নদী গ্রেনেড, গায়ত্রী সন্ধ্যা, ত্রয়ী, কাকতাড়ুয়া, মাহবুবুল হকের জীবন আমার বোন, রিজিয়া রহমানের এবং থেকে বাংলা, রাবেয়া খাতুনের মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, রশীদ হায়দারের নদী ও বাতাসের খেলা, হুমায়ূন আহমেদের নন্দিত নরকে, নির্বাসন, জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প এবং ইমদাদুল হক মিলনের কালো ঘোড়া, পরাধীনতা উলেস্নখযোগ্য। বাংলা উপন্যাসের এই বিশেষ ধারাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ এবং অনন্য শিল্পঘনিষ্ঠ কর্ণধার সেলিনা হোসেন। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে করতোয়া ও পদ্মাবিধৌত নদী-অববাহিকা রাজশাহী শহরে। দুই নদীর মাতোয়ারা স্রোত তাকে উদার বানিয়েছে। জীবন শিখিয়েছে। রাজশাহীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা যেমন ছিল, ততোধিক আগ্রহ ছিল সাহিত্যে। ১৯৬৯ সালে ছোটগল্প বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য সেলিনা হোসেন ডক্টর এনামুল হক স্বর্ণপদক লাভ করেন। জীবনের নানা মাত্রিকতায় তিনি অনুধাবন করেছেন সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবেশকে।'' তার প্রথম উপন্যাস জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২) থেকে শুরু করে হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮২), পদশব্দ (১৯৮২), পোকা মাকড়ের ঘর বসতি (১৯৮৬), নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭), ক্ষরণ (১৯৮৮), কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯), গায়ত্রী সন্ধ্যা (১৯৯৪), দীপান্বিতা (১৯৯৭), যুদ্ধ (১৯৯৮), একটি উপন্যাসের সন্ধানে (১৯৯৯), যমুনা নদীর মুশায়রা (২০১১) পাঠকনন্দিত। ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার-আয়োজিত সার্ক লেখক সম্মেলনে গিয়ে তিনি কবি গালিবের কবর দেখতে যান। সেখানে গালিবের কবরটি অযত্ন-অবহেলায় দেখে তার মন খারাপ হয়ে যায়। কবরের পাশের লাইব্রেরি থেকে তিনি কিছু বই কিনে ফিরে আসেন। তারপর থেকেই তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কবি মির্জা গালিবকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন ভাষার নানা বই-পুস্তক সংগ্রহ এবং তা আত্মস্থ করেন। একাত্তর বছরে পা দিয়ে তিনি বলেছেন, জন্মগ্রহণ করেছিলাম সাঁতচল্লিশ সালে। বড় হয়ে জেনেছি দেশভাগ হয়েছে। পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই অর্থে আমি দেশভাগ দেখেছি। ভাষা আন্দোলন বুঝিনি। বাহান্নের সেই সময় নিজের ভাষায় কথা বলেছি। কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা বোঝার বয়স ছিল না। মহান মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। একাত্তর আমার জীবনের একটি সংখ্যা বা শব্দ মাত্র নয়। শব্দটি আমার অস্তিতের একটি অংশ। এ কারণে একাত্তর বয়সের সূচনার জন্মদিন আমি ভিন্নমাত্রায় দেখছি।'' সেলিনা হোসেনের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে চলিশটি উপন্যাস, সাতটি গল্পগ্রন্থ এবং চারটি প্রবন্ধগ্রন্থ। তার রচনা দুই বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণে বিভাসিত। তার গ্রন্থসমূহ ইংরেজি, ফরাসি, জাপানি, কোরিয়ান, ফিনিস, আরবি, মালয়ালম, স্প্যানিশ, রুশ, মালেসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, রবীন্দ্র মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ডসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ''জলোচ্ছ্বাস''। উপন্যাসটিতে তার শৈশবের প্রকৃতি, বঙ্গোপসাগর এবং অসংখ্য নদী-নালা দেখে চিত্রকল্প খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন। এখানে বাবার চাকরির সুবাদে তার শৈশবের বেড়ে ওঠা বগুড়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদী ও জলার দৃশ্যের ছায়া দেখা যায়। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশে ফিরে এসেছে স্বৈরশাসন। কিন্তু তিনি কখনোই স্বৈরশাসন মেনে নিতে পারেননি। বরং তার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে তার লেখা ''কালকেতু ও ফুলস্নরা'' উপন্যাস, যেখানে সামরিক শাসনের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। ছিটমহল প্রসঙ্গ নানাভাবেই আমাদের দেশে আলোচিত। লেখিকা নিজে দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা এবং পঞ্চগড় এলাকার অনেক ছিটমহল ঘুরে দেখেছেন তার ভ্রমণের নেশা থেকে। সেখানে জীবনের সংকট ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখেন ''ভূমি ও কুসুম'' উপন্যাসটি। সেলিনা হোসেন জীবনে বিরূপ অভিজ্ঞতাকেও নান্দনিকভাবে উপন্যাসে রূপান্তর করেছেন। এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান তার প্রিয় মেয়ে বৈমানিক ফারিহা লারা। তার স্মৃতি ও যন্ত্রণা থেকে লেখেন ''লারা'' উপন্যাসটি। এটি তার ব্যক্তিগত স্মৃতিজাত হলেও তাতে মা-মেয়ের সম্পর্কের চিরন্তন সত্য ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। ''গায়ত্রী সন্ধ্যা'' সেলিনা হোসেনের একমাত্র ট্রিওলজি। ১৯৯৪ সাল থেকে যথাক্রমে এর খন্ডগুলো প্রকাশ হয়। এতে তিনি ৪৭ থেকে ৭৫ কালপর্বের সব রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাত চিত্রিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির জন্য তিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত তার গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ''যাপিত জীবন।'' ১৯৮১ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি পরে তিনি পরিবর্ধন করে বৃহৎ কলেবর দিয়েছেন। এটি এখন পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিভুক্ত। এ ছাড়া শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ৫টি উপন্যাস এমফিল গবেষণাভুক্ত হয়েছে। তবে তার সবচেয়ে আলোচিত ও বিখ্যাত উপন্যাস বলা যায় ''হাঙর নদী গ্রেনেড''। ১৯৭৬ সালে এটি প্রকাশের পরই বোদ্ধাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে এটি প্রাতঃস্মরণীয়। উপন্যাসটি নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ৭৫-এর পটপরিবর্তন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু ও তার নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে তা আর করা হয়নি। ''হাঙর নদী গ্রেনেড'' উপন্যাসটি তাকে আন্তর্জাতিক পরিচিতিও এনে দিয়েছে। ১৯৮৭ সালে এটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হয়। ২০০১ সালে উপন্যাসটি ভারতের কেরালা থেকে মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পেরোনোর পর তিনি বিভিন্ন পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে নিয়মিত লিখতেন। ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে তার প্রাতিষ্ঠানিক কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হন। ৩৪ বছরের কর্মসময়ে তিনি বাংলা একাডেমির অভিধান ও বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলি প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করেন। ২০ বছরেরও বেশি সময় ''ধান শালিকের দেশ'' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময় ঐতিহাসিক বিষয় ও চরিত্রের সমকালীন প্যারালালধর্মী উপন্যাস লিখেছেন, যা লেখিকার ভাষায় ''ঐতিহ্যের নবায়ন''। তিনি মোগল আমলের বিখ্যাত কবি মির্জা গালিবের জীবনী নিয়ে লেখেন ''যমুনা নদীর মুশায়েরা''। এতে গালিবের জীবনের এক ধরনের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। অগ্নিযুগের বিপস্নবী প্রীতিলতাকে নিয়ে লেখেন ''ভালোবাসা প্রীতিলতা''। নীল ময়ূরের যৌবন তার ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য। ১৯৮৩ সালে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ হয়। ২০০০ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ হয় তার ''টানাপড়েন'' উপন্যাসটি। ''পোকামাকড়ের ঘরবসতি'' উপন্যাসে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের মানুষের জীবনের খুবই বাস্তব এবং জটিল একটি অধ্যায় তুলে ধরেছেন সেলিনা হোসেন। শোষিত শ্রেণির উত্থানে শাসক শ্রেণির মধ্যে যে হিংসা, আতঙ্ক দেখা দেয় এবং এ থেকে উদ্ভূত ক্রোধ তাদের নিকৃষ্ট কাজ করতেও বাধা দেয় না- সে ব্যাপারটা তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই দেখিয়েছেন। ১৯৪৭-এ দেশভাগ, রাজনৈতিক বিভাজন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সঙ্গে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের (যা পঞ্চাশের মন্বয়ন্তর নামে পরিচিত) ভয়াবহতায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিছু পরিবারের চিত্র নিয়ে লেখেন ''নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি''। তার লেখা সম্পর্কে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন- ''ইতিহাসের গভীরে সন্ধানী আলো ফেলে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সৃষ্টিতে তার সৃষ্টি কিংবদন্তিতুল্য।'' সেলিনা হোসেন আমাদের কথাসাহিত্যের আলোর দুহিতা। বাংলা কথাসাহিত্য জীবিত রাজকন্যা সেলিনা হোসেনের কলমের আলোয় আলোকিত হয়েছে দারুণভাবে।

> একাত্তর বছরে পা দিয়ে তিনি বলেছেন, জন্মগ্রহণ করেছিলাম সাঁতচল্লিশ সালে। বড় হয়ে জেনেছি দেশভাগ হয়েছে। পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই অর্থে আমি দেশভাগ দেখেছি। ভাষা আন্দোলন বুঝিনি। বাহান্নের সেই সময় নিজের ভাষায় কথা বলেছি। কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা বোঝার বয়স ছিল না। মহান মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। একাত্তর আমার জীবনের একটি সংখ্যা বা শব্দ মাত্র নয়। শব্দটি আমার অস্তিতের একটি অংশ।

অটোইমিউন ডিজিজ

ফৈয়াজ আহমেদ

অটোইমিউন ডিজিজ প্রায় সময়ই শনাক্ত করতে সমস্যা হয়। প্রতিটি মানুষের শরীরে প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে। এর কাজ হলো শরীরের ক্ষতি করে এমন কিছু- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি প্রবেশ করতে চাইলে তার সাথে লড়াই করে তাকে বাধা দেয়া।

ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অ্যান্টিবডি নিঃসরণ করে, শরীরের শত্রুকে মোকাবেলা করে। কিন্তু কেউ অটোইমিউন ডিজিজে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভুল করতে থাকে। শত্রু এবং সুস্থ কোষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। তখন রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা উল্টো শরীরের সুস্থ কোষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করতে থাকে। অটোইমিউন ডিজিজ প্রায়শই শনাক্ত করতে সমস্যা হয়, দেরি হয় এবং রোগটি কখনোই পুরোপুরি নিরাময় করা যায় না। তবে চিকিতা ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কিন্তু তারপরও পারিপার্শ্বিক কারণে হঠাতখারাপের দিকে চলে যেতে পারে।অটোইমিউন ডিজিজ অনেক সময় বংশগত হয় থাকে। তবে যে কেউ বংশগত কারণ ছাড়াও আক্রান্ত হতে পারেন। প্রধান উপসর্গ অটোইমিউন ডিজিজের চিকিতা দেন রিউমাটোলজি বিশেষজ্ঞ। মেডিসিন বিশেষজ্ঞরাও শনাক্তে সহায়তা করতে পারেন। এই রোগটির প্রধান কয়েকটি উপসর্গ: গিঁটে ব্যথা, গিঁট ফুলে যাওয়া, ত্বকে র্যাশ বা ফুসকুঁড়ি, ত্বক লালচে হয়ে যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়া, সবসময় ক্লান্তি বোধ করা, খাবার রুচি চলে যাওয়া, ওজন কমা, রাতে শরীর ঘেমে যাওয়া, তলপেটে ব্যথা, হজমের সমস্যা, বারবার জ্বর ও

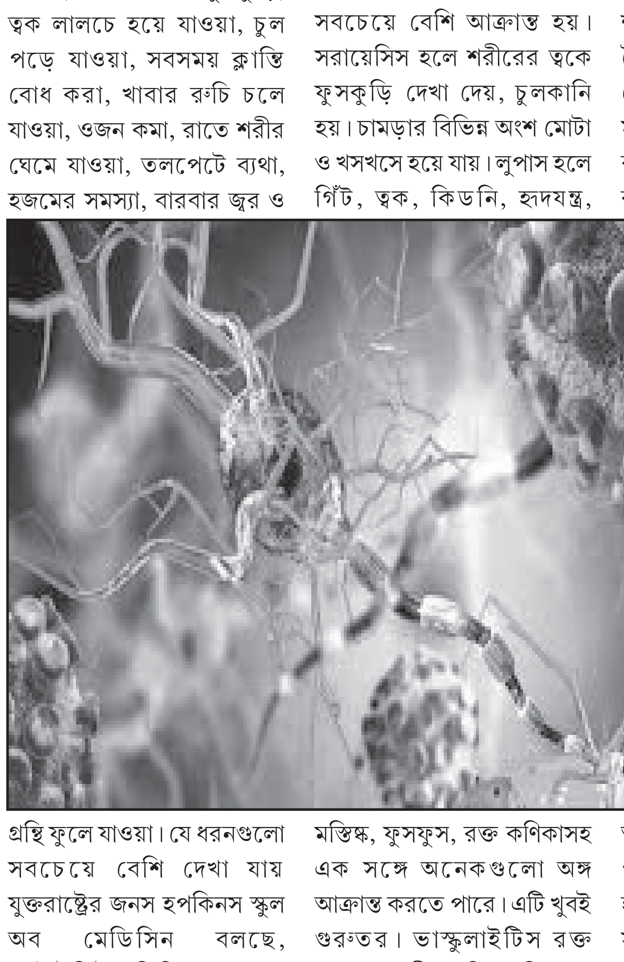

গ্রন্থি ফুলে যাওয়া। যে ধরনগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস স্কুল অব মেডিসিন বলছে, অটোইমিউন ডিজিজের দু'শর বেশি ধরন রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের অটোইমিউন ডিজিজে সবচাইতে বেশি মানুষ আক্রান্ত হন, তার একটি হলো রিউমাটয়েড আর্থরাইটিস। যা শরীরের নানা গিঁট আক্রান্ত করে। এতে গিঁট আড়ষ্ট হয়ে যায়, ব্যথা হয়, ফুলে যায়। এমনকি গিঁট বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে। এতে হাতের গিঁট সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। সরায়েসিস হলে শরীরের ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, চুলকানি হয়। চামড়ার বিভিন্ন অংশ মোটা ও খসখসে হয়ে যায়। লুপাস হলে গিঁট, ত্বক, কিডনি, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, রক্ত কণিকাসহ এক সঙ্গে অনেকগুলো অঙ্গ আক্রান্ত করতে পারে। এটি খুবই গুরুতর। ভাস্কুলাইটিস রক্ত সঞ্চালনকারী ধমনি ও শিরাকে প্রদাহের মাধ্যমে সরু করে তোলে। ধমনি ও শিরা যেহেতু হৃদযন্ত্র, কিডনিসহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করে। তাই রক্ত পৌঁছাতে না পারলে এসব অঙ্গে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। ভাস্কুলাইটিস মাথা, ঘাড়, সাইনাস, নাক ও কানের রক্ত সঞ্চালন করে এমন শিরাও আক্রমণ করে। গ্রেভস ডিজিজে শরীরে থাইরয়েড হরমোন বেশি তৈরি হয়। একটি বড় অংশের চোখ বের হয়ে আসছে বলে মনে হয়। চোখ লাল হয়ে যায়, ব্যথা করে, দৃষ্টিশক্তি ব্যহত করে। নারীদের মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। পুরুষদের যৌন ক্ষমতা আক্রান্ত হতে পারে। উদ্বেগ ও ঘুমের সমস্যা হতে পারে। যে কারণে শনাক্ত করতে সমস্যা অটোইমিউন ডিজিজ প্রায়শই শনাক্ত করতে সমস্যা হয়, এমনকি পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে স্বাস্থ্য সেবা অনেক উন্নত সেখানেও। নানা ধরনের অটোইমিউন ডিজিজের উপসর্গ একই রকম। এই রোগের উপসর্গগুলো অনেকসময় বেশ হঠাৎ করে প্রকাশ পায়। ধরুন হার্ট বা কিডনির সমস্যা হলে নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গ থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ সময় অটোইমিউন ডিজিজ শনাক্ত করতে সমস্যা হয়। কারণ দেখা যায়, এর নির্দিষ্ট কোনও উপসর্গ থাকে না। অন্য অনেক শারীরিক সমস্যার সাথে এর উপসর্গ মিলে যায়।

যেমন-ক্লান্তি, চুল পড়ে যাওয়া, পেটের সমস্যাকে অনেক সময় গুরুত্ব দেয়া হয় না। দেখা যায়, অসংখ্যবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরও আসল রোগটি শনাক্ত হয়নি বা দেরি হয়েছে। কিছু ধরন আছে, যা নির্দিষ্ট অঙ্গ আক্রান্ত করে এবং যে অঙ্গ ধরে ওটাতেই থাকে। কিন্তু যে অটোইমিউন ডিজিজ শরীরের পুরো সিস্টেমকে আক্রান্ত করে সেটা শনাক্ত করা আরও সমস্যা। এটা শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত করতে পারে। দেখা যাবে, আজকে লিভার ধরেছে, কিছুদিন পর হয়ত শরীরে রক্ত কমে গেছে। কিছুদিন পর দেখা যাবে, গিঁটে ব্যথা, মাস কয়েক পর হয়ত তার কিডনি বা হার্টে সমস্যা হয়েছে। এই ধরনটা খুবই বিপজ্জনক। শরীরে যেকোনও ধরনের ইনফেকশন হলে তা এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। নারীরা বেশি আক্রান্ত হন গবেষণা বলছে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা অটোইমিউন ডিজিজে অনেক বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বলছে, অটোইমিউন ডিজিজে আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। যার সঠিক কারণ এখনো নির্ণয় করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে নারীদের এক্স ক্রোমোজোম এবং সেক্স হরমোনের। বিশেষ করে এস্ট্রোজেন হরমোন। নারীর হরমোনে পরিবর্তনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো যেমন বয়ঃসন্ধিকাল, গর্ভাবস্থা ও মেনোপজ বা রজঃনিবৃত্তি। এই সময়গুলোতে নারীরা অটোইমিউন ডিজিজে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। তাছাড়া নারীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হরমোনে পরিবর্তন পুরুষদের চাইতে বেশি হয়। এসব কারণে নারীরা বেশি আক্রান্ত হন বলে মনে করা হয়। প্রতিরোধের কোনও ব্যবস্থা নেই এই রোগ একবার হলে কখনোই পুরোপুরি নিরাময় করা যায় না। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সুষম খাবার বিশেষ করে আমিষ জাতীয় খাবার কিছুটা বেশি খেতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কোনও ধরনের উপসর্গ হলেই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, এটা আগে থেকে প্রতিরোধের কোনও ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত বিশ্বে আবিষ্কৃত হয়নি। রোগটা হয়ে গেলে আমরা চিকিৎসা দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। কিন্তু আমার বংশে আছে, আমার যাতে রোগটা না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করতে পারবো কি না, হলে চিকিৎসায় সেরে যাবে কি না, এই প্রশ্ন যদি করেন এর উত্তরটা হবে, ''না''।

কাকদ্বীপে পরপর এগারোটি দোকানে চুরি

কাকদ্বীপ, ২২ জুন (হি. স.) পরপর এগারোটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থানার উকিলের হাট বাজারে। বুধবার সকালে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বাজারে এসে দেখেন দোকানে চুরি গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মত মঙ্গলবার রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলেন উকিলের হাটের ব্যবসায়ীরা। তবে এদিন সকালে দোকান খুলতে এসে তাঁদের চক্ষুচড়ক গাছ। পরপর এগারোটি দোকানের তালা ভেঙে চুরি করা হয়েছে নগদ টাকা থেকে শুরু করে জিনিষপত্র। জনবহুল এলাকায় এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষ। সকলেই চাইছে পুলিশি তৎপরতায় ধরা পড়ুক দুষ্কৃতীরা।

হামিরপুরে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে আটজন হত

হামিরপুর, ২২ জুন (হি. স.) : বুধবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর জেলার মৌদাহা এলাকায় একটি যাত্রী গাড়ি এবং একটি লোডারের মধ্যে সংঘর্ষে আটজন নিহত এবং আরও দশজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীবাহী গাড়ি রাজেশ মউদাহা থেকে এক ডজনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে সুমেরপুর যাচ্ছিল। আর মাকরাঁ গ্রামের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লোডারের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ছয় যাত্রী ও জেলা হাসপাতালে দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়।

মৃতদের নাম রাজেশ (২৫) বাসিন্দা ইগোহাটা, রাজুলিয়া (৪৫) বাসিন্দা ইগোহাটা, শ্যামবাবু (৫৫) তার স্ত্রী মমতা (৪০), মেয়ে দীপাঞ্জলি (৭) পাচখুড়ার বাসিন্দা। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা চলাকালীন ইগোহাটার বাসিন্দা পঞ্চা (৫০) ও বিজয় (২৬) মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সুপার শুভম প্যাটেল এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিবি তিওয়ারি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা পরিদর্শন করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বন্যায় করিমগঞ্জ জেলায় ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রভাবিত ৪৮৮টি গ্রামের ১৭ লক্ষ ৭২৭৮ জন

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় চলতি বন্যায় পাঁচটি রাজস্ব চক্রের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৮৮। ওই সব বন্যাপ্রভাবিতের সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে মোট ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ২৭৮ জন। করিমগঞ্জ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, করিমগঞ্জ রাজস্ব চক্রে ১৭৫৬৯ জন, বদরপুরে ৩৫৫৭৩, নিলামবাজারে ৭৭৯৬০, পাথারকান্দিতে ৭৭৫১ এবং রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব সার্কলে ৩৮৪২৫ জন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

এর মধ্যে বেশি প্রভাবিত করিমগঞ্জ রাজস্ব চক্রের ৩০৫ জন, নিলামবাজারের ৩১৮ জন ও বদরপুরের ২২০ জনকে এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে পৌঁছে দিয়েছেন। ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছে করিমগঞ্জে ৩২টি, বদরপুরে ২৩টি, পাথারকান্দিতে পঁচটি নিয়ে জেলায় মোট ৬০টি। এছাড়া ১৬২টি কেন্দ্রে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে করিমগঞ্জে নয়টি, বদরপুরে ২৬টি, নিলামবাজারের ২৫টি, পাথারকান্দিতে ৩১টি এবং রামকৃষ্ণনগরে ৭১টি কেন্দ্র রয়েছে।

ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন মোট ১১ হাজার ৩০৯ জন বন্যাক্রান্ত। যার মধ্যে বদরপুরে ১৬৩০, করিমগঞ্জে ৯৫৯৪ এবং পাথারকান্দিতে ৮৫ জন।

এবারের বন্যায় এ পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারে তিনজন এবং রামকৃষ্ণনগরে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব চক্র এলাকার ২৯০ হেক্টর এবং বদরপুরে ২৭৫.২০ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া করিমগঞ্জ জেলায় ২৩,৮২২টি গবাদি পশু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে ৪০৮৯টি নিলামবাজারে, ১৮,৫৩৩টি পাথারকান্দিতে এবং ১২০০টি রামকৃষ্ণনগরের। জেলার ত্রাণ শিবির সহ অন্যান্য স্থানে ৬৭টি মেডিক্যাল টিম পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল ২১ জুন পর্যন্ত ৮০ হাজার ৩৭৪ জন বন্যাক্রান্তকে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে চাল ৫৪৪৪.২৮১৪ কুইন্টাল, ডাল ১০৪৬.৬২৫ কুইন্টাল, লবণ ৩১৪.৬৭ কুইন্টাল, সর্ষে তেল ৫৩০৭.৬ লিটার, তুষ ১৪৪ কুইন্টাল এবং অন্যান্য সামগ্রী যেমন বিস্কুট, মশার কয়েল, মোমবাতি, ব্লিচিং পাউডার, সেনিটারি ন্যাপকিন, দিয়াশলাই বাক্স, আমূল তাজা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে কেমিক্যাল ৭৪০০ প্যাকেট, ব্লিচিং পাউডার ৪২৫ কেজি, ফিনাইল ৫০০ মিলি লিটারের বোতল ৫০ বোতল, হ্যালোজেন / এনএডিডিসি ট্যাবলেট ১৪ হাজারটি বিতরণ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, রামকৃষ্ণ নগর রাজস্ব চক্রে ১৯৫.৯০ হেক্টর এলাকার মাছের পুকুর ও মাছের পোনার ফার্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবারের বন্যায় করিমগঞ্জ জেলায় জলসম্পদ বিভাগের দুটি পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে বৈরাগিচক এলাকায় লঙ্গাই নদীর বাম দিকের নদীবাঁধ এবং আব্দুল্লাপুর এলাকায় লঙ্গাই নদীর বাম দিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে পাথারকান্দি রাজস্ব চক্রের বুবরিঘাট সড়ক থেকে আদমটিলা পর্যন্ত পূর্ত বিভাগের সড়ক নষ্ট হয়ে গেছে। জেলা প্রশাসন থেকে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ত্রাণকেন্দ্রগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে বলে করিমগঞ্জ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

মুখরিত কামাখ্যাধাম, ভিড় জমেছে সাধক-তান্ত্রিক-পুণ্যার্থীর, আজ বুধবার রাত ৮:১৮:১৩টা থেকে অম্বুবাচি

গুয়াহাটি ২২ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে মা কামাখ্যা মন্দিরে ঐতিহ্যমণ্ডিত অম্বুবাচি মেলার ধুম পড়ে গেছে। ইতিমধ্যে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী, পুণ্যার্থীরা জমায়েত হয়ে গেছেন। মন্দির পরিচালন সমিতি ও কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসনও সুষ্ঠুভাবে অম্বুবাচি পার্বণ সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে। আজ বুধবার রাত ৮-টা ১৮ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে হবে অম্বুবাচি মহাযোগের প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি হবে ২৬ জুন রবিবার সকাল ৮-টা ৪১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে।

গত দু-বছর করোনার প্রভাবে প্রসিদ্ধ অম্বুবাচি পার্বণ নামকোয়াস্তে পালিত হয়েছিল। সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী, ভক্তকুল ছাড়া কেবল নিয়মরক্ষায় খুব সীমিত সংখ্যায় সেবাইতের হাতে পালিত হয়েছিল মায়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অনুষ্ঠান। এবার করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় অম্বুবাচি মেলার আয়োজন করা হলেও জারি করা হয়েছে কিছু বিধিনিষেধ। ইতিমধ্যে ভক্তকুলের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে প্রশাসন। অম্বুবাচি মেলা সম্পর্কে পর্যটনমন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া জানান, ভক্ত-যাত্রীদের জন্য ফ্যান্সিবাজারে পুরনো কারাগার চত্বরে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী আবাস। সোনারাম ফিল্ডেও আবাস ও গাড়ি পার্কিঙেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যবারের মতো এবার পাহাড়ের ওপর কোনও ক্যাম্প তৈরি করা হয়নি। এবার ৩০ হাজার পুণ্যার্থীর থাকা ও খাওয়ার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও এই সংখ্যা থেকে বহু কম ভক্তসমাগম হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, এবারও অম্বুবাচি মেলায় স্বচ্ছতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, আইএসবিটি এবং দুই রেলওয়ে স্টেশন কামাখ্যা ও গুয়াহাটিতে বাসের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম দফায় ৮০টি বাসে ব্যবস্থা রাখা হলেও প্রয়োজনে এর সংখ্যা বাড়ানো হবে। এছাড়া এবার কেবল বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য রাখা থাকবে ফেরি কার। কোনও ভিআইপি বা ভিভিআইপি পাসের ব্যবস্থা এবার রাখা হয়নি। রাস্তাগুলি দিয়ে উপরে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রেলিঙের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন, জানান জয়ন্তমল্ল বরুয়া। বিগত দিনগুলির মতো এবার বিশেষ জাকজমক থাকবে না অম্বুবাচি মেলায়। থাকবে না কোনও ধরনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও, বলেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল।

অম্বুবাচি আদতে ধরিত্রী দেবীর আরাধনা-উৎসব

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০ মিটার উপরে। দেবীর ৫২ শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ। তন্ত্রমন্ত্রের স্পর্শ সংবলিত মন্দির সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও অলৌকিক কথা প্রচলিত রয়েছে। পৌরাণিক মতে, ভগবান বিষ্ণু যখন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে টুকরো টুকরো করেছিলেন, তখন এই নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যাধামে দেবীর যোনি কেটে পড়ে। সেই অনাদি যুগ থেকে প্রতি বছর অম্বুবাচির সময় তিন বা চারদিন বিশেষভাবে মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় পূজা-পার্বণ সমস্ত কিছু বন্ধ থাকে। বলা হয়, মা কামাখ্যা এ সময় রজঃস্বলা হন। তখন শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে আধ্যাত্মিক শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক সাধুসন্ত আসেন কামাখ্যাধামে।

অম্বুবাচি উৎসব কৃষির সঙ্গেও যুক্ত। অম্বুবাচি শব্দের অর্থ জল বৃদ্ধি। সূর্যদেব আদ্রা নক্ষত্রে গমন করলে বর্ষাকাল শুরু হয়। সূর্যদেব আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম পদে অবস্থান কালে অর্থাৎ রাশিচক্রের মিথুন রাশির ৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত (অর্থাৎ ৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট) সময়কালে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। ধরিত্রী-মা সিক্ত এবং উর্বরা হয়ে ওঠেন। শাস্ত্রমতে এই সময়কাল অম্বুবাচি। অন্যদিকে, ১৯৭০ সাল থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশনায় প্রতি বছর ২২ এপ্রিল দিনটিকে সারা পৃথিবীতে ধরিত্রী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁরা বলেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয়রাও কিন্তু নিজেদের মতো করে ধরিত্রী দিবস পালন করে আসতেন অম্বুবাচি বা অম্বাবতী বা অমাবতী নাম দিয়ে। বেদ-পুরান সর্বত্রই বসুন্ধরার উল্লেখ করা হয়েছে, ধরিত্রী মাতা বলে। শুধু তা-ই নয়, আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই অস্ট্রিক সভ্যতার মানুষেরা বিভিন্ন নামে ধরিত্রী মাতার পুজো করে এসেছেন এবং এখনও করছেন।

এসএসসি তদন্তে সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডি-ও

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.) : স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে এ বার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও। মামলায় বেআইনি লেনদেন সংক্রান্ত যে সব অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখতেই ইডি তদন্তে নামছে।

ইডি সূত্রে খবর, শীঘ্রই মামলাকারীদের তথ্য ও নথি নিয়ে ডেকে পাঠানো হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের একটি মামলায় আগেই রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমানে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। আরও একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই মামলার তদন্ত হাতে নেওয়ায় রাজ্যের মন্ত্রীর অস্বস্তি খানিক বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে। সাধারণত কোথাও বড় অঙ্কের টাকা নয়ছয়ের ইঙ্গিত মিললে, সেখানে সিবিআইয়ের সঙ্গে তদন্তে নামে ইডি। এ রাজ্যেই যেমন এর আগে সারদা, রোজ ভ্যালি, নারদ এবং গরু-কয়লা পাচারের তদন্তে নেমেছে তারা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) সংক্রান্ত যাবতীয় মামলাও।

এসএসসি মামলতেও আদালতে শুরু থেকেই মামলাকারীদের দাবি, স্কুল শিক্ষক, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। টাকার বিনিময়ে বহু চাকরি দেওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, সেই সব অভিযোগেরই তদন্ত করা হবে। এই নিয়োগ ঘিরে যে টাকা হাতবদলের অভিযোগ উঠেছে, তা কোথা থেকে এল, তার অঙ্ক কত, এবং শেষ পর্যন্ত তা কোথায় আর কাদের হাতে পৌঁছেছে, মূলত সেটিই খতিয়ে দেখা হবে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা। নবম-দশম শ্রেণিতে আব্দুল গণি আনসারির মামলায় পার্থকে আগেই সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ববিতা সরকার নামে এক চাকরিপ্রার্থীর মামলায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে নেমে মূলত এই দুই মামলাতেই নজর আগে নজর দিয়েছেন তদন্তকারীরা। আব্দুল ও ববিতার সঙ্গে বুধবারই যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাঁদের তদন্তে সহযোগিতা করতে বলা হবে। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন তথ্য ও নথি তাঁদের কাছে চাওয়া হবে। তদন্তকারীদের দাবি, নিয়োগে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নথি সংগ্রহ এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের কাজ করা হবে শীঘ্র। বৃহস্পতিবার ববিতা সরকার যেতে পারেন ইডি দফতরে।

“বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে ভেবে অনেকেই গেরুয়া শিবিরে ভিড়েছিলেন“, কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.) : “বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে ভেবে অনেকেই গেরুয়া শিবিরে ভিড়েছিলেন।“ বুধবার নবান্নে শোভন-বৈশাখী যাওয়ার পর, তাঁদের একরকম ভাবে কটাক্ষ করতেই শোনা যায় তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। এখন তাঁদের দলে ফেরানো হবে কি না, তা দলীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি।

বুধবার দুপুরে আচমকা নবান্নে হাজির হন শোভন এবং বৈশাখী। সটান ১৪ তলায় গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেন তাঁরা। তার পর বাইরে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। সেখানে রত্নার প্রসঙ্গ উঠলে, শোভনের হয়ে জবাব দেন বৈশাখী। তাঁদের তৃণমূলে ফেরার পথে রত্না কোনও ভাবে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন কিনা প্রশ্ন করা হয়। জবাবে বৈশাখী বলেন, ’মানুষ যাঁকে দেখে তৃণমূল করেন, তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম আমরা। আপনারা যে নাম নিয়ে আলোচনা করছেন, তিনি আমাদের কাছে ততটা প্রাসঙ্গিক নন।’

এ প্রসঙ্গে রত্নার বাবা তথা তৃণমূল নেতা দুলাল দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ’ওদের ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাই না আমি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন। তিনি যেটা ভাল মনে করেন করবেন। কিন্তু যে নামগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন, তাদের নিয়ে কথা বলতে চাই না।’ মমতা-সাক্ষাতের পর বৈশাখী দাবি করলেন, ‘‘অভিমানের প্রাচীর ভেঙেছে, শোভনকে মন থেকে দূর করতে পারেননি দিদি’’’। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন ধরেই তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব ঘোচাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন শোভন। তাতে রত্নার সঙ্গে আগেই কথা বলেন দলীয় নেতৃত্ব। শোভনের ফেরার সম্ভাবনার কথা উঠলে, তিনি আপত্তি করেননি বলে দলীয় সূত্রে খবর। তার পরই এ দিন শোভন এবং বৈশাখীর সঙ্গে নবান্নে সাক্ষাৎ করেন মমতা। কিন্তু শোভনকে তৃণমূলে ফেরানো হবে কিনা, ফিরলে কোন পদ দেওয়া হবে, এখনও পর্যন্ত তা পরিষ্কার নয়। বরং এদিন শোভন-বৈশাখীকে কটাক্ষ করেন কুণাল।

অনলাইন ও অফলাইন পড়ুয়াদের দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতিতে উত্তপ্ত বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস

বোলপুর, ২২ জুন (হি. স.) : পরীক্ষা অনলাইনে না অফলাইনে হবে, এই নিয়ে পড়ুয়াদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস। বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বরে।

এক দল অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে আদোলন করছে। অন্য আরেকটি গোষ্ঠীর দাবি, পরীক্ষা নিতে হবে অফলাইনে। আর তাই নিয়ে বুধবার বিশ্বভারতীর দুই দলের পড়ুয়ারা জড়ালেন হাতাহাতিতে। অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার বিশ্বভারতীর মেন গেটে পরীক্ষা বয়কট করে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়াদের একটা অংশ। ওই দিন যে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন তারা পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এর পর বুধবার সকালে আবার অফলাইনে পরীক্ষা দিতে এসে দেখে অনলাইনপন্থী পড়ুয়ারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এর পর তালা ভেঙে ক্লাসরুমে ঢোকার চেষ্টা করে তারা। তালা ভাঙা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। সেই বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে।

প্রসঙ্গত, অনলাইন ও অফলাইনে পরীক্ষা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষোভ আন্দোলন করেছে। সেই আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ে অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উত্তরাখণ্ডে মাটির তলায় চাপা পড়ে একজন মহিলার মৃত্যু, জখম চার মহিলা শ্রমিক

দেহরাদুন, ২২ জুন (হি. স.) : মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল উত্তরাখণ্ডে। একশ দিনের কাজে মাটি কাটতে গিয়ে পাহাড় থেকে হঠাৎ নামা ধসে চাপা পড়লেন ৫ মহিলা শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৪ জনকে উদ্ধার করা গেলেও তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। দেরাদুনের হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে উত্তরকাশি জেলার মোরি এলাকায়। স্থানীয় গোবিন্দ পশু বিহার জাতীয় উদ্যান চত্বরে একশো দিনের কাজে মাটি কাটতে গিয়েছিলেন ওই পাঁচ শ্রমিক। পাহাড়ি এলাকায় তুলনামূলক কিছুটা নীচু জায়াগায় নেমে মাটি কাটছিলেন স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা পাঁচ মহিলা। সেই সময়েই আচমকা পাহাড়ে ধসে নামে। তাতেই পাথুরে মাটির নীচে চাপা পড়ে যান পাঁচজন মহিলা। স্থানীয়রাই উদ্ধার কাজে হাত লাগায়।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। খবর দেওয়া হয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা যতক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ততক্ষণে চাপা পড়া পাঁচ মহিলাকেই উদ্ধার করে ফেলেছেন স্থানীয়রা। যদিও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতা মহিলার সুরি দেবী (৩৫)। তিনি ফিতাদি গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে গুরুতর আহত হয়েছেন সুশীলা দেবী (৩৮), কস্তুরী (৩৭), বিপিনা দেবী (৩২) এবং রাজেন্দ্রী। আহতদের প্রথমে মোরির প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও অবস্থার অবনতি হয়। এরপর তাঁদের হেলকপ্টারে করে দেরাদুনে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানকার হাসপাতলে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

রেকর্ড উপার্জন করেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পর্যটক-সমাবেশ বৃদ্ধি করতে আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান

গুয়াহাটি (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মে মাসে উল্লেখযোগ্য উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২২-এর মে মাসে ২.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ের বিপরীতে সর্বোচ্চ মাসিক উপার্জন ৩.২০ কোটি টাকার কাছাকাছি উপার্জনের রেকর্ড করেছে ডিএইচআর।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এই তথ্য দিয়ে জানান, আগের সর্বোচ্চ উপার্জন ২০১৮-১৯ সালের মে মাসে ২.০৭ কোটির তুলনায় তা প্রায় ৫৪ শতাংশ অধিক। চলতি অর্থবর্ষের মে পর্যন্ত ডিএইচআর ৪.৭৩ কোটি টাকারও অধিক উপার্জন করেছে, যদিও এই সময়সীমায় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.৫৩ কোটি টাকা। অধিক জয়রাইড পরিষেবা চালু করার ফলে এই বর্ধিত উপার্জন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পিক সিজনের সময় পর্যটকদের বিশাল সমাবেশ এই সেকশনে এবং যাত্রী ট্র্যাফিক বৃদ্ধি ঘটায় উপার্জনও বৃদ্ধি হয়েছে। রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে আরও জানান, কোভিড অতিমারির সময় সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি ডিএইচআর-ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর ফলে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। ডিএইচআর-এর ট্রেন পরিষেবা ২২ মার্চ থেকে ২৪ ডিসেম্বর (২০২০) পর্যন্ত, ১৬ মে থেকে ১৫ আগস্ট (২০২১) পর্যন্ত এবং ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি (২০২২) পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল।

তিনি জানান, ডিএইচআর-এ বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের মধ্যে দৈনিক ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি দার্জিলিং ও ঘুম-এর মধ্যে ১২টি জয়রাইড পরিষেবা চলছে। এগুলির মধ্যে চারটি জয়রাইড পরিষেবা স্টিম লোকোমোটিভ ও অন্য আটটি ডিজেল লোকোমোটিভের দ্বারা চালানো হচ্ছে। এছাড়া ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে স্টিম জাঙ্গল টি সাফারি, রেড পান্ডা, হিমকন্যা ইত্যাদির মতো বিশেষ পরিষেবা চালু করা হয়েছে। চার্টার ট্রেন, স্পেশাল ফিল্ম শুটিং ট্রেন, হেরিটেজ ডাইনিং কারের মতো কিছু আকর্ষণীয় পরিষেবাও ডিএইচআর দিয়ে থাকে। এই সময়সীমার মধ্যে পর্যটকদের চাহিদা পূরণ করতে ডিএইচআর সবচেয়ে বেশি দৈনিক ১০০০-এর অধিক সিট প্রদানের ব্যবস্থাও করেছে।

দেশ ও বিদেশে ডিএইচআর-এর প্রচারের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দার্জিলিং স্টেশনকে হেরিটেজ টাইপ উইন্ডো, কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট ইত্যাদির মতো নতুন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আপগ্রেড করা হচ্ছে। ঘুম স্টেশনের আপগ্রেডও প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। এর সংরক্ষণ ও ঐতিহ্যবাহী মান প্রচারের উদ্দেশ্যে স্টেকহোল্ডার, ট্যুর অপারেটর, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ প্রমুখের সাথে নিয়মিতভাবে সমন্বয় স্থাপন করা হচ্ছে।

রাজ্য পুলিশে আরও অন্তত ২১টি ঘোড়া কিনতে চায়, তৈরি হবে বাড়তি ঘোড়সওয়ার বাহিনী

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.) : ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষণ যাতে যথাযথ ভাবে হয়, তার জন্য রাজ্য পুলিশে আরও অন্তত ২১টি ঘোড়া কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের ধাঁচে রাজ্যের একাধিক পুলিশ কমিশনারেটে ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরির প্রস্তাব বিবেচনা শুরু হয়েছে। ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য পুলিশের হাতে এখন মাত্র ৩৯টি ঘোড়া আছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং অসুস্থতার কারণে সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। মূলত এক দিনে ২০-২৫টির বেশি ঘোড়াকে পুলিশকর্মী থেকে আইপিএস অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এত জনের প্রশিক্ষণের জন্য ওই সামান্য সংখ্যক ঘোড়া যথেষ্ট নয় বলে পুলিশের একাংশের মত। আগে কলকাতা পুলিশের জন্য ঘোড়া আনা হত ব্রিটেন থেকে। স্বাধীনতার পরে মূলত পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পুণের খামার থেকে ঘোড়া কেনা হয়। কয়েক বছর আগে কলকাতা পুলিশ ১১টি ঘোড়া কিনেছিল পঞ্জাব থেকে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, সরকার তখন ঘোড়াপিছু খরচ করেছিল ২ লক্ষ টাকা। সেই দাম একটু বেড়েছে। সঙ্গে আছে আনার খরচ।

বড় ম্যাচ হয় বিধাননগরের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে এবং শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। সেখানে ঘোড়সওয়ার বাহিনী থাকলে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বা বিশৃঙ্খলার মোকাবিলায় সুবিধা হবে বলে মনে করছে পুলিশ। তাই কলকাতা পুলিশের মতো এই দুই পুলিশ কমিশনারেটেও ঘোড়সওয়ার বাহিনী চাইছেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলায় ঘোড়সওয়ার বাহিনী আছে শুধু কলকাতা পুলিশেই। নতুন পরিকল্পনা রূপায়িত হলে অন্য কমিশনারেটও সেই বাহিনী পাবে। এই সব কমিশনারেট এলাকার বড় স্টেডিয়ামে বড় ম্যাচ হয়। প্রাথমিক ভাবে মূলত তাদেরই ঘোড়সওয়ার বাহিনী দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। তবে এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও প্রস্তাব নবান্নে পাঠানো হয়নি।

এক পুলিশকর্তা জানান, কলকাতা পুলিশ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা জনিত কারণে ঘোড়সওয়ার বাহিনী অদ্বিতীয়। বিশেষত খেলার মাঠের বাইরে দর্শক বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে দক্ষ এই বাহিনী। কলকাতা পুলিশের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে এখন অবশ্য কুচকাওয়াজসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং ময়দানে টহলের কাজে লাগানো হয়। কলকাতা পুলিশের ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তখন মূলত ইংল্যান্ডের ওয়েলস থেকে ঘোড়া আনা হত। এখন এই বাহিনীতে ঘোড়ার সংখ্যা ৬১। পুলিশ জানিয়েছে, রাজস্থান, বিহারের মতো কিছু রাজ্যের প্রতি জেলায় ঘোড়সওয়ার বাহিনী রয়েছে। অথচ কলকাতা পুলিশ এবং বারাকপুর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও সেই বাহিনী নেই। রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, সিটি পুলিশে ঘোড়সওয়ার বাহিনী গড়তে হলে অতিরিক্ত ঘোড়া প্রয়োজন। লাগবে আস্তাবলও। উপরন্তু ঘোড়সওয়ার বাহিনী গড়লে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সব কিছু মাথায় রেখেই সিটি পুলিশে ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরির জন্য আলোচনা চলছে।

শিলচরে ঘরবন্দি বন্যার্তদের উদ্ধারে অভিযান এনডিআরএফ-এর, জলবন্দি ৫০ জন সহ দুটি মৃতদেহ উদ্ধার, বণ্টন খাদ্যসামগ্রী

শিলচর (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : টানা ছয়দিন থেকে ক্রমাগত বন্যার জল বৃদ্ধি পাওয়ায় গোটা শিলচর শহর সহ কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। চতুর্দিকে বন্যার জলে ভেসে হাহাকার করছেন নাগরিকরা। শহর শিলচরের একটিও রাস্তা-উপরাস্তা, অলি-গলি রক্ষা পায়নি বানের জল থেকে।

বরাক নদীর জল আজ সামান্য হ্রাস পেলেও আটকে থাকা গ্রামাঞ্চলের জলের উল্টো ঠেলার চাপে নতুন করে শহরের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে আজ। সমস্ত দিনে দেড় ফুট জল বৃদ্ধি পেয়েছে শহরে। এতে শিলচরের চাঁদমারি টিবি সেন্টার, বিবেকানন্দ রোড, ঝালুপাড়া, অম্বিকাপট্টি, লিঙ্ক রোড, ইটখলা, ঘনিয়ালা, মালুগ্রাম, শহিদ চণ্ডীচরণ রোড, মোকাম রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ের বহু গলি জলের ওপর ভাসছে।

কাছাড়ের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে জেলা প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার তৎপরতায় কাছাড়ের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও ত্রাণ বণ্টনে ভুবনেশ্বর থেকে এনডিআরএফ বাহিনীর মোট চারটি কোম্পানি বিশেষ কপ্টারে মঙ্গলবার রাতে শিলচর পৌঁছেছে। প্রতিটি টিমে ২৬ জন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জওয়ান রয়েছেন। টিম কামান্ডার আরকে রাওয়াত জানিয়েছেন, আজ কঠিন বন্যা পরিস্থিতিতে শিলচর সিভিল হাসপাতাল সংলগ্ন স্থান থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একইভাবে ছোট দুধপাতিল থেকে অপর এক মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন এনডিআরএফ বাহিনীর জওয়ানরা। এছাড়া শহরের বন্যাকবলিত বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ৫০-এর বেশি জলবন্দি অসহায় নাগরিককে উদ্ধার করেছেন।

এনডিআরএফ-এর টিম কমান্ডার আরকে রাওয়াত জানিয়েছেন, আজ বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ২৪০০ বোতল পানীয় জল, এক হাজার প্যাকেট বিস্কুট বণ্টন করা হয়েছে। এছাড়া বিস্কুট, পানীয় জল সহ খাদ্য সামগ্রী বণ্টন অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দিনরাত ২৪ ঘণ্টার হিসেবে এনডিআরএফ বানভাসিদের উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের কাজ করছে। এছাড়া শহরের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভির চাঁদমারির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে হাত লাগিয়েছে এনডিআরএফ বাহিনী।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

পরিমিত মদ্যপান শরীরের পক্ষে ভালো ?

মদ্যপান শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ। তবে তারপরও মদ্যপান নিয়ে নানা মুণির নানা মত। এক্ষেত্রে কিছু মানুষ মনে করেন সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করলে তেমন কোনও সমস্যা নেই! সত্যিই কি তাই? আসুন জান যাক।

ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন-এ প্রকাশ পাওয়া এই গবেষণা বলছে, ব্রিটেনের বেধে দেওয়া মদ্যপানের লিমিট হল সপ্তাহে ১৪ ইউনিট।

দেখা যাচ্ছে, এর থেকে কম পরিমাণে মদ্যপান করলেও কার্ডিওভাস্কুলার রোগের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে হার্ট সহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ।

এই গবেষণার জন্য গবেষকরা ব্রিটেনের ৪০ থেকে ৬৯ বছর বয়সি মানুষ যারা কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এমন সাড়ে ৩ লাখ মানুষের তথ্য জোগাড় করেন।

এরমধ্যে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৫৯ জন মানুষ মদ্যপান করতেন। এই মানুষগুলোকে সাপ্তাহিক মদ্যপানের হিসবে চাওয়া হয়। প্রায় ৭ বছর ধরে গ্রহণ করা হয় তথ্য।

এক্ষেত্রে আগেও যাদের কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যা হয়েছে তাদের এই গবেষণার আওতায় আনা হয়নি। এই গবেষণায় দেখা যায়, কার্ডিওভাস্কুলার রোগে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষেরই মদ্যপান করার অভ্যাস রয়েছে। এমনকী খুব কম পরিমাণে মদ্যপান করলেও এই সমস্যা হতে দেখা যাচ্ছে।

এই গবেষণা বলছে, কম মদ্যপান নাকি শরীরের পক্ষে ভালো, অন্তত এমনটাই দাবি করেছে বিভিন্ন মানুষ। তবে তারপরও এই গবেষণা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, কম মদ্যপানেও সমস্যা হতে পারে।

গবেষকদলের কথায়, মদ হোক বা বিয়ার, সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের কম পান করলেও দেখা দিতে পারে অনেক বড় সমস্যা। সেক্ষেত্রে কার্ডিওভাস্কুলার রোগের আশঙ্কাই থাকে বেশি।

অনেক সময় আমরা এও শুনে থাকি, কম পরিমাণে ওয়াইন খেলে নাকি সমস্যা হয় না। এমনকী শরীর নাকি ভালো হয়। যদিও বিষয়টা একেবারেই তাই নয়। এক্ষেত্রে ওয়াইন খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে দেখা দিতে পারে মারাত্মক সমস্যা। তাই সতর্ক থাকুন। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, মদ্যপান করা কোনভাবেই উচিত নয়। সে কম হোক বা বেশি। এক্ষেত্রে শরীরে দেখা দিতে পারে মস্ত সমস্যা। তাই যারা মদ্যপান করেন, তারা সতর্ক হোন।

যোগেই হবে রোগ নিরাময়

মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে যোগাসনের উপকারিতা কতটা, তা আমরা প্রায় সকলেই জানি। শরীর রোগমুক্ত রাখতে চাইলে নিয়মিত যোগাসন করা প্রয়োজন। এছাড়া, যোগাসনের মাধ্যমে মনও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানসিক সমস্যা, অবসন্নভাব কাটাতে যোগাসন খুবই কার্যকরি। এটি আমাদের এনার্জি বাড়াতে সাহায্য করে।

যোগের মাধ্যমে রাগ, চঞ্চলতার মতো বেশ কিছু মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছোট থেকে বড় সকলেই সুস্থ থাকার জন্য যোগাভ্যাস করতে পারেন। যোগাসনের মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক-আত্মিক ক্রিয়ার মেলবন্ধন হয়। আমাদের শান্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলে। আজ এই আর্টিকেলের মাধ্যমে জেনে নিন, কোন রোগ মোকাবিলায় কী কী যোগাসন করা প্রয়োজন। এই আর্টিকেলে দেওয়া সমস্ত তথ্য সাধারণ অনুমান এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। কোনও কিছু করার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। ১) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শ্বাসকষ্টের সমস্যার মোকাবিলায় সিদ্ধাসন খুব উপকারি। এর জন্য, একদম সোজা হয়ে অর্থাতমেরুদণ্ড সোজা রেখে পা গুটিয়ে বসুন। অনেকটা পদ্মাসনের মতোই দেখতে লাগে এটা। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করতে হবে। এই যোগাসন করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি ফুসফুসের কার্যক্ষমতাও বাড়ে।

২) হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আপনি কি প্রায়ই হজমের সমস্যায় ভোগেন? তাহলে এর থেকে মুক্তি পেতে পবনমুক্তাসন করতে পারেন। এক্ষেত্রে, চিতহয়ে শুয়ে প্রথমে ডান পা ভাঁজ করে বুকের সঙ্গে লাগাতে হবে, তখন বাম পা সোজা থাকবে। তারপর একই ভাবে বাম পা ভাজ করতে হবে, তখন ডান পা সোজা থাকবে। সবশেষে দুটো পা একসঙ্গে ভাঁজ করে বুকের কাছে ধরতে হবে।

এই যোগাসন করলে গ্যাস, অম্বল, হজমের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয় এবং খিদে বাড়ে।

৩) অনুলোম-বিলোম শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমা ও স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন, এমন রোগীদের জন্য অনুলোম-বিলোম অত্যন্ত উপকারি। এর জন্য, প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে পদ্মাসনের মতো করে বসুন। এবার এক হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাম নাক চেপে ধরে ডান নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নিন। শ্বাস ধরে রেখে মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনুন। তারপর ওই একই হাতের তর্জনী দিয়ে ডান নাক চেপে বাম নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। ৪) হাঁটুর ব্যথা কমাতে হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন? এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে উত্থানপদাসন করতে পারেন। চেয়ারে বসে পা তোলা ও নামানো অর্থাতসিটেড লেগরাইজ বা পেলভিস ব্রিজ-ও করতে পারে। এতে থাইয়ের পেশি সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়। চিতহয়ে শুয়ে হাঁটু ভাঁজ করে উপরের দিকে তোলাকে পেলভিস ব্রিজ বলে। এছাড়া, কোমরের যন্ত্রণা কমাতে ভুজঙ্গাসন করতে পারেন।

৫) পলিসিস্টিক ওভারির সমস্যা

বর্তমানে পলিসিস্টিক ওভারির সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ মহিলাই এই সমস্যায় ভোগেন। এর অন্যতম উপসর্গ হল - পিরিয়ডের সমস্যা বা সঠিক সময়ে পিরিয়ড না হওয়া। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ধনুরাসন করতে পারেন। ভুজঙ্গাসনও করা যেতে পারে। এটি এটি ডিম্বাশয়ের কার্যকারিতা সক্রিয় করতে সহায়তা করে।ল ৬) ডায়াবেটিস গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এক্ষেত্রে, ইনসুলিনের অপর্যাপ্ত উতাদন বা দেহে ইনসুলিনের অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে গ্লুকোজ স্তর বৃদ্ধি পায়। ডায়াবেটিস রোগীরা দেহের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ করতে অর্ধ মত্যেন্দ্রাসন করতে পারেন। এছাড়া, ডায়াবেটিস রোগীরা চক্রাসনও করতে পারেন।

ওষুধ ছাড়াই আপনার ভালো থাকবে লিভার

অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবেটিস, রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে যাওয়া, ভালো কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর মাত্রা কমে যাওয়া এবং খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএল-এর মাত্রা বেড়ে যাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বির বিপাকে সমস্যার কারণে লিভারে ফ্যাট জমে। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কিছু খাদ্য দৈনন্দিন খাবারে গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে, ফ্যাটি লিভারের সমস্যাকে কমিয়ে এনে, লিভারের জন্য একটি সুরক্ষাকবচ তৈরি করা যায়।

যা খাবেন

কফি, গ্রিন টি- সারাদিনে দু''কাপ চিনি ছাড়া যেকোনও একটি পান করলে এদের মধ্যে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতিকারক এনজাইমের মাত্রা নষ্ট করে ফ্যাটি লিভারের সম্ভাবনা কমায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গড়ে ১৫ সপ্তাহ নিয়মিতভাবে রসুন খেলে, লিভারে ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে, ফলে ফ্যাটি লিভার কন্ডিশনের মাত্রা কম হয় ও লিভার এনজাইমের মাত্রার ব্যালান্স থাকে।

সয়াবিন ও সয়াজাত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যেমৃদ্ধ খাদ্য যা লিভার ও পেটের ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে। ওটসের বদলে ডালিয়া, ব্রাউন রাইস, হোল হুইট আটাও খাওয়া যেতে পারে।

সবুজ শাকসবজি, পেঁপে ও যেকোনও লেবু ফাইবারযুক্ত ও কম ফ্যাটযুক্ত হয়। এগুলো ওজন কমাতে উপকারী। ব্রোকোলি ও কাঁচা হলুদ আরও উপকারী, কারণ এগুলো লিভার সেলে ফ্যাট জমতে দেয় না। যা খাবেন না সঠিক খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, কিছু খাদ্য বর্জনেরও প্রয়োজন আছে। যেমন- সহজ শর্করা কমিয়ে দিতে হবে। সফট ড্রিঙ্ক, চকোলেট, আইসক্রিম, অ্যালকোহল, বেকারির খাবার, তেলেভাজা, কাঁচা লবণ, রেডমিট, নারকেল, সরষেবাটা, বাটার, ঘি-চর্বিযুক্ত মাছ, অ্যাডেড সুগার ইত্যাদি বর্জনীয়। এসব ছাড়াও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখলে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। কারণ দেখা গিয়েছে যে, যদি সামগ্রিক ওজনের ১০ু কমানো যায়, তবে ফ্যাটি লিভারের পরিমাণ ৩-৫ু কমানো যায়।

আপনি কি অতিরিক্ত পাউরুটি খাচ্ছেন ? তাহলে বাড়তে পারে মানসিক অবসাদ

রান্নার ঝামেলা না করে অনেকেই ব্রেকফাস্টে প্রতিদিন পাউরুটি খান। আবার অনেকে ভালোও বাসেন পাউরুটি খেতে। কখনও জাম-জেলি দিয়ে, কখনও মাখন সহযোগে। নেহাত মন্দ লাগে না। সারাদিনের তালিকায় আবার পিতা, বার্গার তো রয়েছেই।

তবে অনেকেই হয়ত জানেন না, দৈনন্দিন অতিরিক্ত পরিমাণে পাউরুটি খেলে শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সেগুলি কী কী জেনে নেওয়া যাক- এই খাবারটি অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে বেশ কিছু মারণ রোগ শরীরে বাসা বাঁধতেও শুরু করে। ''অটোইমিউন ডিজিজ''-এ আক্রান্তের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। এই অসুখ শরীরের সুস্থ কোষগুলি ক্রমশ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করে। এরও অন্যতম কারণ পাউরুটি হতে পারে।

শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় অতিরিক্ত পাউরুটি খেলে। কোলেস্টরল বাড়লে ঝুঁকি বাড়বে হার্টের নানা সমস্যার। হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকাংশে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত পাউরুটি খাওয়ার ফলে শরীরে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। পাশাপাশি পাউরুটিতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও বেশি। এরফলে ওজন বাড়তে শুরু করে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও বাড়ায় পাউরুটি।

পাউরুটি হজম হতে অনেকটাই সময় নেয়। আর হজম হওয়া মানেই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে শুরু করে।

আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, পাউরুটি খাওয়ার ফলে শরীরের বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণও বেড়ে যায়। যার ফলে মানসিক অবসাদও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যেসব খাবার একসঙ্গে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে

ফল ও সবজি স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকার। কারণ এসব খাবারে থাকে প্রচুর ভিটামিন। তবে মনে রাখতে হবে কিছু সবজি-ফল একসঙ্গে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যেমন-

কমলা ও গাজর :

কমলার সঙ্গে গাজর মিশিয়ে খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর হতে পারে। কারণ এই ফল ও সবজির কম্বিনেশন যেমন অ্যাসিডিটি তৈরি করে, তেমনি কিডনিকে নষ্ট করে দিতে পারে।

পেঁপে ও লেবু :

এক সঙ্গে পেঁপে ও লেবু খাবেন না। এতে অ্যানিমিয়া তৈরি হওয়া ও রক্তে হিমোগ্লোবিনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে এই ডেডলি কম্বিনেশন শিশুদের জন্য খুব ক্ষতিকর। তাই সতর্ক থাকুন।

কমলা ও দুধ :

দুধের সঙ্গে কমলার জুস মিশিয়ে পান করা ক্ষতিকর। এতে হজমের সমস্যাসহ বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কমলায় থাকা অ্যাসিড দুধের এনজাইম নষ্ট করে দেয়, যা হজমের জন্য জরুরি।

পেয়ারা ও কলা :

পেয়ারা ও কলা একসঙ্গে খেলে অ্যাসিড হওয়া, বমি ভাব হওয়া, পেটে গ্যাস হওয়া ও স্থায়ী মাথাব্যাথা দেখা দিতে পারে।

সবজি ও ফল :

ফল ও সবজি একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া কখনো উচিত না। কারণ ফলে সুগারের উপাদান থাকে যা হজম হতে সময় নেয়। তাই ফল ও সবজির মিশ্রণ শরীরে টক্সিন তৈরি করতে পারে। এতে আপনার ডায়রিয়া, মাথা ব্যাথা, পেটে ইনফেকশন ও পাকস্থলীতে ব্যথা হতে পারে। আনারস ও দুধ : এই কম্বিনেশনটা খুব ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ আনারসে থাকা ব্রোমেলেইন দুধের সঙ্গে মিশে বিষাক্ত হয়ে উঠে। এর ফলে পেটে গ্যাস, বমি ভাব, পেটে ইনফেকশন, মাথাব্যথা ও পাকস্থলীতে ব্যথার মতো অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কলা ও পুডিং : কলা ও পুডিং একসঙ্গে খাওয়া ঠিক না। কারণ তা হজম করা কঠিন হয়ে উঠে আর শরীরে টক্সিন তৈরি করে। এই কম্বিনেশন শিশুদের জন্য খুব ক্ষতিকর।

ভিটামিন সি এর অভাবে কী হয় জানেন

ভিটামিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ ভিটামিন শরীরের অভ্যন্তরীণ নানা ধরনের কাজে সাহায্য করে। তাই ভিটামিনের অভাব ঘটলে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা উপসর্গ। এই ভিটামিনের তালিকায় প্রয়োজনের নিরিখে একদম উপরের দিকেই রয়েছে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি-এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিনটি শরীরের নানা কাজে সহয়তা করে। বিশেষত, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এই ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

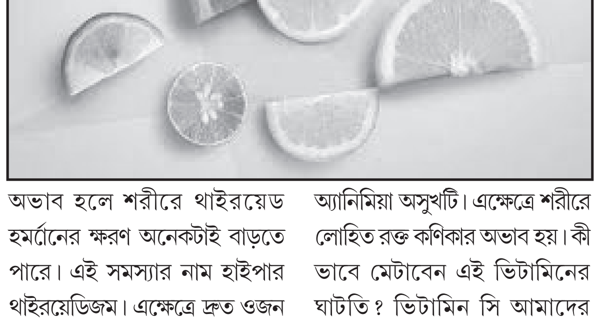

সাধারণত এই ভিটামিনটি খাবারের মাধ্যমে শরীরে পৌঁছায়। তবে আমাদের খাবারদাবারের কোন ঠিকঠিকানা না থাকায় এই ভিটামিন শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাও পৌঁছাতে পারে। তখনই দেখা দেয় সমস্যা।

এক্ষেত্রে ভিটামিন সি-এর অভাবের কথা উঠলে সকলেই একবাক্যে স্কার্ভি রোগটির কথা বলতে শুরু করবেন। আর বড়জোর বলতে পারেন ইমিউনিটি কমে যাওয়ার কথা। তবে এসবের বাইরেও ভিটামিন সি-এর অভাব হলে আরও কয়েকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক- ভিটামিন সি-এর অভাব হলে শরীরে থাইরয়েড হর্মোনের ক্ষরণ অনেকটাই বাড়তে পারে। এই সমস্যার নাম হাইপার থাইরয়েডিজম। এক্ষেত্রে দ্রুত ওজন কমে যাওয়া, খিদে চলে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভিটামিন সি কম থাকলে শরীরে দেখা দিতে পারে নানান ত্বকের রোগ। এক্ষেত্রে ত্বক জ্বালা করে, চুলকায়। দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখার ক্ষেত্রে ভিটামিন সি হতে পারে আপনার অন্যতম হাতিয়ার। এই ভিটামিন শুধু আপনার দাঁতই ভালো রাখে না, বরং মাড়ির স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। তাই শরীরে এই ভিটামিনের অভাব হলে মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় ইতোমধ্যেই দেখা গিয়েছে, শরীরে আয়রন শোষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ভিটামিন সি। আর এক্ষেত্রে শরীরে আয়রন শোষণ কম হলে হতে পারে অ্যানিমিয়া অসুখটি। এক্ষেত্রে শরীরে লোহিত রক্ত কণিকার অভাব হয়। কী ভাবে মেটাবেন এই ভিটামিনের ঘাটতি? ভিটামিন সি আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি। এই ভিটামিন যে কোনও লেবু জাতীয় ফলেবেশি পরিমাণে থাকে। এছাড়া পেয়ারাতে এই ভিটামিন রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এছাড়া প্রতিটি ফলেই কিছু না কিছু পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে। অন্যদিকে পালংশাক, কাঁচামরিচেও থাকে এই ভিটামিন। ভিটামিন সি পেতে চাইলে ফলের উপর ভরসা করাই ভালো। এক্ষেত্রে খাবার খাওয়ার দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বাদে ফল খেলে বেশি উপকার মেলে।

বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা এই ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিতে পারেন। তবে এভাবে ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেতে শুরু করলে শরীরে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে পারে।

ঘুম আসছে না ? সমাধান আছে যোগাসনে

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করছেন। কিছুতেই এক হচ্ছে না দুই চোখের পাতা। আবার ঘুম এলেও ভেঙে যাচ্ছে কিছুসময় পরেই। পাতলা ঘুমের জন্য স্বাভাবিকভাবে বিগড়ে যাচ্ছে মেজাজ। ঘুমের অভাবে মন বসছে না কাজে। কাজ করতে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে হাজারও ভুল। এমন সমস্যায় কিন্তু আপনি একা নন।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু মানুষ এই একই সমস্যায় ভুগেছেন। অনেকের তো সারারাত চোখের পাতা একই হচ্ছে না। তারা রীতিমত ইনসোমনিয়ায় আক্রান্ত। আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন না হলেও গড়াচ্ছে সেদিকেও। পরিবারের লোকেরাও সে নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। অথচ মাত্র কয়েকটি যোগব্যায়াম কিন্তু আপনাকে বের করে আনতে পারে এমন অবস্থা থেকে। ডাক্তাররা হয়তো দেয়নি তার হদিশ, ঘরোয়া টোটকাতেও শোনেননি যোগব্যায়ামের এমন গুণগান। তবে দেখে নিতে পারেন কী কী যোগব্যায়াম আপনাকে এনে দিতে পারে গভীর ও শান্তির ঘুম।

১) বদ্ধ কোণাসন: এই যোগব্যায়াম মাটিতে বা সমতল এলাকায় বসে করতে হয়। চারপাশ শান্ত এমন পরিবেশ বেছে নিয়ে মাটিতে বাবু হয়ে বসুন। এরপর দুই পায়ের পাতাকে মুখোমুখি নিয়ে আসুন। একটু কষ্ট হবে আনতে, তাও চেষ্টা ছাড়বেন না। দুই পায়ের পাতা এক জায়গায় আনার পর শিরদাঁড়া সোজা করে বসুন। নাক দিয়ে শ্বাস নিন বুকভরে। শ্বাস নেওয়ার সময় শিরদাঁড়া বেঁকাবেন না যেন, সোজা রাখুন। এবার ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ুন। এই প্রক্রিয়া অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট করুন। দেখবেন ঘুম আপনা থেকেই চলে এসেছে।

২) বিপরীত করণী: এই যোগব্যায়ামটি করতে হয় দেওয়ালের সঙ্গে পা লাগিয়ে। এর জন্য প্রথমে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দেওয়াল ঘেঁষে বসতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে চিতহয়ে শুয়ে পড়ুন মেঝেতে। শোওয়ার পর পা দুটো তুলে দিতে হবে দেওয়াল বরাবর ছাদের দিকে। পা যেন দেওয়ালের সঙ্গে লেগে থাকে। আর চেষ্টা করুন ঘষটিয়ে দেওয়ালের দিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে যাতে নিতম্ব দেওয়ালের গায়ে লাগে। এরপর চোখ বুজে শুয়ে থাকুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। যদি দেওয়াল ফাঁকা না থাকে, তবে ঘরের মাঝখানেও করতে পারেন, শুধু দেখবেন পা দুটো যেন একসঙ্গে থাকে ৩) উপবিষ্ট কোণাসন: মাটিতে বসে পা দুটো ইংরেজি ভি অক্ষরের শেপে ছড়িয়ে দিন। বসার সময় শিরদাঁড়া সোজা রাখতে ভুলবেন না। এবার দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের আঙুল ছুঁতে হবে। ছোঁয়ার সময় শরীর সামনের দিকে সামান্য বেঁকে যাবে। এবার জোরে শ্বাস নিতে হবে, শ্বাস নেওয়ার সময় সোজা রাখুন শিরদাঁড়া। কয়েক মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন ও সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিন শরীর। এভাবে ১৫ মিনিট আসনটি করুন। চোখ ঘুম নেমে আসবেই।৪) জানু-শীর্ষাসন: মাটিতে বসে প্রথমে ছড়িয়ে দিন দুই পা। এরপর ডানপায়ের তলায় ঢুকিয়ে দিন বাঁ পায়ের পাতা। বাম হাত দিয়ে ধরুন ডান পায়ের পাতা। এতে দেখবেন আপনার শরীর বেঁকে যচ্ছে মাটির দিকে। বেঁকে যেতে দিন, শুধু সোজা রাখুন শিরদাঁড়া। শিরদাঁড়া সোজা রাখতে বাঁ পায়ের পাতা দিয়ে ডান পায়ের থাইকে উপরের দিকে সামান্য তুলে দিন। এবার সোজাভাবে বসে জোরে শ্বাস নিন। কয়েকমুহূর্ত পর শ্বাস ছাড়ুন। শ্বাস ছাড়ার সময় মাটির দিকে বেঁকিয়ে দিন শরীরটা। এভাবে ১৫ মিনিট এই আসন করতে থাকুন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যশবন্ত সিনহাকে সমর্থন করবে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.) : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে সমর্থন করবে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মুকে এনডিএ রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছে। তেলেঙ্গানার ক্ষমতাসীন টিআরএস একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে যশবন্ত সিনহাকে সমর্থন ঘোষণা করেছে। এখনও পর্যন্ত বিরোধীদের সভা এড়িয়েছিল টিআরএস।

জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন বিরোধী দলগুলো। যদিও এই বৈঠকে টিআরএস যোগ দেয়নি। টিআরএস সভাপতি কেসিআর গত ১৫ জুন তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক থেকে দূরে ছিলেন।

টিআরএস—এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিরোধী দলগুলির প্রার্থী যশবন্ত সিনহার নাম চূড়ান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টিআরএস নেতা বলেন, সিনহাকে সমর্থন করার সবচেয়ে বড় কারণ হল তিনি নরেন্দ্র মোদীর অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন।

আগামী ২৯ জুন মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.) : আগামী ২৯ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠকে সরকারের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, ২৯শে জুন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সরকারের কাজ পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি মন্ত্রীদের কাজের পর্যালোচনা করা হবে। বিকেল ৫টায় সংসদ ভবনের অ্যানেক্স-এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে সরকারের কাজ পর্যালোচনার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের মূল্যায়ন করা হবে। তার ভিত্তিতে মন্ত্রীদের মূল্যায়ন করা হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণে আধিকারিক-সহায়ককর্মী নিয়োগ

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং করিমগঞ্জ শহরের ওয়ার্ডগুলিতে বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ প্রদান করতে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলাশাসক ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিইও এক আদেশযোগে আধিকারিক ও সহায়ক কর্মী নিয়োগ করে দায়িত্ব সমঝে দিয়েছেন।

নিয়োজিত আধিকারিক ও সহায়ককর্মীদের নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যাক্রান্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ বণ্টনের ফটো সহ তালিকা এবং এপিআর সার্কল অফিসার ও করিমগঞ্জ পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশে করিমগঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও করিমগঞ্জ পপরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার বিক্রম চাষাকে করিমগঞ্জ পুরসভা এলাকা এবং রেলওয়ে কলোনি এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণকার্য তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি করিমগঞ্জের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দীনেশ কামান (৮৬৩৮১৫৩২৫৪) এবং এনসিডি-র ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ সিংকে (৮০১১৮৮৬৭৫৭) করিমগঞ্জ সদর সার্কল অফিসারকে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

তাইওয়ানের আকাশে চিনের ২৯টি যুদ্ধবিমান

তাইপে সিটি, ২২ জুন (হি.স.) : ফের তাইওয়ানের আকাশে চিনা যুদ্ধবিমানের অনুপ্রবেশ। তাইওয়ানের আকাশ প্রতিরক্ষা শনাক্ত অঞ্চলে (এডিআইজেড) চিনের ২৯টি যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশ করেছে বলে মঙ্গলবার অভিযোগ করেছে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, অনুপ্রবেশকারী যুদ্ধবিমানগুলো বিভিন্ন ধরনের ছিল। চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার তাইওয়ানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে চিনা যুদ্ধবিমান। চলতি বছরের মধ্যে মঙ্গলবার তাইওয়ানে তৃতীয় সর্বোচ্চ যুদ্ধবিমান পাঠায় চিন। এর আগে গত মাসে তাইওয়ানের আকাশসীমায় চিন ৩০টি যুদ্ধবিমান পাঠায়।

স্বশাসিত গণতান্ত্রিক তাইওয়ান চিনের অব্যাহত আগ্রাসনের হুমকির মধ্যেই বসবাস করছে। দ্বীপটিকে নিজেদের ভূখণ্ড মনে করে বেইজিং। তাইওয়ানকে কোনও এক সময় একীভূত করারও অঙ্গীকার করেছে চিন। বেইজিং এ জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথাও বলে আসছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

খারকিভে রুশ হামলায় নিহত ১৫, আহত আরও ১৬ জন

খারকিভ, ২২ জুন (হি.স.) : ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা অব্যাহত। খারকিভ অঞ্চলে রাশিয়ার হামলায় শিশুসহ কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এ হামলা চালানো হয়। এমনটাই জানিয়েছেন খারকিভের গভর্নর ওলেগ সিনেগোবভ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় খারকিভের গভর্নর ওলেগ সিনেগোবভ বলেছেন, গতকাল মঙ্গলবার রাশিয়া ব্যাপকভাবে গোলাবর্ষণ করে। এতে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও ১৬ জন। নিহতদের মধ্যে ৮ বছর বয়সী এক শিশুও রয়েছে। গভর্নর জানান, চারটি পৃথক হামলার ঘটনায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে খারকিভের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত চুগুইভ শহরে রুশ হামলায় ছয়জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া আহত হয় চারজন। খারকিভে হামলায় শিশুসহ ছয়জনের মৃত্যু ও ১১ জন আহত হয়। এ ছাড়া খারকিভের ৪০ কিলোমিটার উত্তরে জোলোচিভ শহরে রুশ হামলায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, খারকিভ অঞ্চলটি রাশিয়ার সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। ইউক্রেনে হামলার শুরু থেকেই রাশিয়া খারকিভে ব্যাপক হামলা চালাতে থাকে। কিন্তু এখনো এই অঞ্চলটি ইউক্রেনীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

'ইস্তফা দিতে রাজি', দলীয় বিধায়কদের আবেগঘন বার্তা উদ্ধবের

মুম্বই, ২২ জুন (হি. স.) : দলের বিক্ষুব্ধ বিধায়করা চাইলে তিনি ইস্তফা দিতেও রাজি। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকট পর্বে একথা যোগ করলেন শিব সেনা সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। উদ্ধব বুধবার সকালেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সেই অবস্থাতেই বুধবার সন্ধেয় দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে উদ্ধবের বার্তা, "আমি ইস্তফা দিতে তৈরি। মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে মাতোশ্রীতে চলে যাব।" তবে আমার সামনে সামনাসামনি এসে আপনাদের কথা বলতে হবে।

শিব সেনা সুপ্রিমোর বক্তব্য, "আমি আবার লড়তে প্রস্তুত। আপনারা ফিরে আসুন। আমাকে সামনা-সামনি বলুন আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হবে। আমি ছেড়ে দেব। কতজন আমার পক্ষে, কতজন আমার বিপক্ষে ভোট দিল, সেটা বিষয় নয়। একজনও যদি আমার বিরুদ্ধে মত দেয় তাহলে সেটা আমার হার। আমি ইস্তফা দিতে রাজি।" উদ্ধবের এই বার্তায় বিক্ষুব্ধরা এবার কিছুটা হলেও চাপে পড়ে যেতে পারে। কারণ, এতদিন পর্যন্ত একনাথ শিণ্ডে এবং অন্য বিক্ষুব্ধদের দাবি ছিল, শিব সেনা হিন্দুত্বের আদর্শে চলছে না। কিন্তু উদ্ধব যেভাবে আবেগঘন হয়ে সমর্থক এবং নেতাদের বার্তা দিলেন, তাতে শিণ্ডেদের সেই দাবি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শিব সেনা সুপ্রিমো এদিন দাবি করেছেন, বিক্ষুব্ধ শিবিরের অনেক বিধায়কই নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

গন্তব্য রাইসিনা হিলস, ২৪ জুন মনোনয়ন জমা দেবেন এনডিএ জোটের পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): শিক্ষিকা থেকে মন্ত্রী, পরে রাজ্যপালও হয়েছেন। এবার এনডিএ-এর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। আগামী ২৪ জুন, শুক্রবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেবেন দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ জোটের প্রার্থী হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার একটি বৈঠকের পর তাঁর নাম ঘোষণা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার বাইদাপোসি গ্রামে ১৯৫৮ সালে এক সাঁওতাল পরিবারে জন্ম দ্রৌপদীর। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি একটি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করতেন। বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়ে ১৯৯৭ সালে ওড়িশার রায়রংপুর নগর পঞ্চায়েতের কাউন্সিলর হন তিনি। দ্রৌপদী বিজেপির তফসিলি উপজাতি মোর্চার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক পথ ছিল মসৃণ। ২০০০ এবং ২০০৪ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তিনি নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বাধীন বিজেডি-বিজেপি সরকারে মন্ত্রী হন। প্রথম দফায় তিনি সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি পরিবহণ, পশুপালন, মৎস্য দফতরও সামলান। ২০০৭ সালে ওড়িশার সেরা বিধায়ক হিসাবে 'নীলকণ্ঠ পুরস্কার' পান দ্রৌপদী। ২০১৫ সালে ঝাড়খণ্ডের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নেন দ্রৌপদী মুর্মু। এ বার তাঁর গন্তব্য রাইসিনা হিল। রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধীদের প্রার্থী যশবন্ত সিনাকে হারালে দ্রৌপদীই হবেন দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আটক প্রায় প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সোনা, ধৃত ১

বসিরহাট, ২২ জুন (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরে ভারত-বাংলাদেশ আমুদরিয়া সীমান্তে বুধবার ভোররাতে বাইক সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে বিএসএফ। সূত্রের খবর, সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় টহলরত ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সন্দেহ হয়। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তল্লাশি চালাতে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ বিএসএফের। দেখা যায়, বাইকের পাশে টুলবক্সে প্রচুর রুপোর গহনা মজুত। যার ওজন ৫ কেজি ৪০০ গ্রাম। বাজারমূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, ওই পাচারকারী রূপোর কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি। ব্যক্তির নাম নজরুল ইসলাম। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। তাঁর বাড়ি স্বরূপনগরের তারালী সীমান্তে। ইতিমধ্যে মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়ার রূপোর গহনাগুলি তেঁতুলিয়া শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত পাচারকারীকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগ আছে কি না সেটাও তদন্তে রাখছে পুলিশ ও বিএসএফ। প্রাথমিক অনুমান বিপুল পরিমাণে রূপোর গহনাগুলি বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা চলছিল।

একাধিক দাবিতে ধর্মঘটে ৪০ হাজারের বেশি রেলকর্মী, লন্ডনে ব্যাহত রেল পরিষেবা

লন্ডন, ২২ জুন (হি. স.) : বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে লন্ডনে শুরু হয়েছে রেল ধর্মঘট। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন ৪০ হাজারের বেশি রেলকর্মী। যার জেরে ব্যাহত হচ্ছে রেল পরিষেবা। রেল কর্মচারি সংগঠন যেমন নিজেদের অবস্থানে অনড়, অবস্থানে অনড় রেল কর্তৃপক্ষ। তাই আপাতত ধর্মঘট মেটার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। লন্ডনের পাতাল রেলের কর্মীরা এই ধর্মঘটে সামিল রয়েছে। বরিশ জনসন জানিয়েছেন, রেলকর্মীদের এই ধর্মঘট অযৌক্তিক। সরকার যেখানে জনস্বার্থে রেল পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ করেছে, সেখানে এই ধর্মঘট কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিক লিঞ্চ জানিয়েছে, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। দাম বাড়ছে জ্বালানির। ফলে, দিন-প্রতি খরচ আগে যা ছিল, এখন তার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বেতন এক নয়াপয়সা বাড়েনি। আমাদের সামনে এখন একটি মাত্র পথ খোলা। আর তা হল চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকা। কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বেতন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবিকে বিন্দুমাত্র আমল দিতে চাইছে না। তাই, বাধ্য হয়ে আমরা আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তার দাবি, আপাতত ধর্মঘটে রেলকর্মীরা সামিল হয়েছেন। কিন্তু আগামীদিনে এই ধর্মঘটে অংশ নেবেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পাথারকান্দির দশটি পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যার্তদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

পাথারকান্দি (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : বন্যা কবলিত করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ৪৩টি ওয়ার্ডের নামে সরকারের বরাদ্দকৃত ত্রাণসামগ্রী আজ বুধবার বণ্টন করা হয়েছে।

মঙ্গলবারই পাথারকান্দির সার্কল অফিসার অর্পিতা দত্তমজুমদার সংশ্লিষ্ট জিপি কর্তৃপক্ষকে ডেকে তাঁদের হাতে বন্যাত্রাণ বাবদ মঞ্জুরকৃত চাল ডাল নুন ইত্যাদি সমঝে দেন। তবে কোন জিপির নামে কতটুকু ত্রাণ মঞ্জুরি হয়েছে সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি।

এদিকে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এলাকার মালিকবিহীন পশুদের জন্য নিজের হাতে খাদ্য বিতরণ করেছেন। আগামী দশদিন এই প্রক্রিয়া অব্যারহত থাকবে বলে বিধায়ক জানিয়েছেন।

এদিন সার্কল প্রশাসন জোড়বাড়ি-ডেফলয়ালা জিপিতে আটটি, আসিমগঞ্জ জিপিতে সাতটি, পাথারকান্দি জিপিতে ছয়টি, বুরুঙ্গা জিপিতে পাঁচটি, কানাইবাজার জিপিতে চারটি, কলকলিঘাট জিপিতে তিনটি, ফরিদকোণা-দোহালিয়া জিপিতে তিনটি, ডেঙ্গারবন্দ জিপিতে তিনটি, কাবাড়িবন্দ জিপিতে দুটি এবং চাঁদখিরা জিপির দুটি ওয়ার্ডের নামে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গড়িয়ার ব্রহ্মপুরে যুগলে আত্মঘাতী, ওষুধের ব্যবসা বন্ধেই অভাবে অবসাদ

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.) : ফের উদ্ধার হল যুগলের দেহ। গড়িয়ার ব্রহ্মপুর মোড় এলাকার বেসরকারি আবাসনের দোতলার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক যুবক-যুবতীর দেহ। বুধবার সকালে দেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের নাম হৃষিকেশ পাল (২৮) ও তাঁর সঙ্গিনীর নাম রিয়া সরকার (৩০)। ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছে, বিষক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। আগে ওষুধের ব্যবসা ছিল এই যুগলের। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, অতিরিক্ত ডোজের ওষুধের বিষক্রিয়াতেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৯টা ২০ মিনিট মিনিট নাগাদ খবর পেয়েই পুলিশ ওই ফ্ল্যাটে যায়। গিয়ে দেখে ফ্ল্যাটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ফ্ল্যাট মালিকের ভাইয়ের থেকে দ্বিতীয় চাবি নিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ দরজা খোলে। ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, একটি ঘরের বিছানায় দুজনের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতরে বেশ কিছু ওষুধের পাতা পাওয়া যায়। সঙ্গে মেলে একটি আত্মঘাতী হওয়ার বয়ান।

ওই বয়ানে তাঁরা লিখেছেন, তাঁদের একটি ওষুধের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ছিল। কিন্তু, একটি দুর্ঘটনার পর হৃষিকেশ সেই ডিস্ট্রিবিউটরশিপ বেচে দিতে বাধ্য হন। তারপর থেকেই তাঁরা আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন। আর অভাবের কারণেই তাঁরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন বলে লেখা রয়েছে ওই নোটে। পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ দুটি তারপর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ইথিওপিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস উদ্বোধন করলেন জয়শঙ্কর

আদ্দিস আবাবা, ২২ জুন (হি. স.) : বুধবার আফ্রিকার ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় ভারতীয় দূতাবাসের উদ্বোধন করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইথিওপিয়ার নারী ও সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রী ইরগোগি টেসফায়ে এবং বিদেশমন্ত্রী টেসমে ইলমা।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর ইথিওপিয়ার মহিলা ও সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রী ইরগোগি টেসফায়ে এবং বিদেশমন্ত্রী তেসমায়ে ইলমাকে ধন্যবাদ জানান। কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের মিটিং এর ২৬তম বৈঠকে যোগ দেওয়ার সফরের মধ্যে তিনি ইথিওপিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের উদ্বোধন করেন। কোভিড-১৯ এর হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে সিএইচওজিএম-এর বৈঠক দুবার স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ২৪-২৫ জুন বৈঠকটি হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও ডঃ জয়শঙ্কর ২৩শে জুন কিগালিতে বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন।

ক্যাবিনেট বৈঠকে ভার্চুয়ালি হাজির করোনা আক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ২২ জুন (হি. স.) : মহা বিকাশ আঘারি সরকারের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার দিকে বলে বুধবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে একটি মন্ত্রিসভা বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন। বুধবার কোভিডের কারণে উদ্ধব ঠাকরে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী আসলাম শেখ বলেন, বৈঠকে শুধু মন্ত্রিসভার আলোচ্যসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নয়। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, আদিত্য ঠাকরে, অনিল পরব সহ আরও কয়েকজন ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

এর আগে আজ মুম্বইতে কংগ্রেস আইনসভা দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাউত একটি টুইটার পোস্টে লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দিকে যাচ্ছে।' রাজ্যের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে মুম্বাইতে শিবসেনা, কংগ্রেস এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) বৈঠক হচ্ছে।

চিট ফান্ডের টাকা দ্রুত ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ ক্ষতিগ্রস্থদের

কলকাতা, ২২ জুন (হি. স.) : হাইকোর্ট নির্দেশ মেনে আমানতকারীদের ও এজেন্টদের চিট ফান্ডের টাকা দ্রুত ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে বুধবার ক্ষতিগ্রস্থরা বিক্ষোভ দেখায়। অল বেঙ্গল চিট ফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী এই প্রতিবেদককে জানান, "চিটফান্ড কেলেংকারীতে ক্ষতিগ্রস্থ সমস্ত কোম্পানির আমানতকারীদের ও এজেন্ট দের টাকা হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়া সত্বেও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। এর নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের অসহযোগিতা। চূড়ান্ত উপেক্ষার প্রতিবাদে সারা রাজ্যে জেলায় জেলায় অবরোধ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি। সরকার টাকা ফেরতের ঘোষণা ও পদক্ষেপ গ্রহন না করলে জুলাই মাসে হাজারে হাজারে প্রতিবাদী কলকাতা অভিযান করে শহর অচল করার কর্মসূচি নেবে। বুধবার রাজ্যের ১৬ টি জেলায়, কোথাও বেলা ১ টা থেকে ২/৩০ মিনিট, কোথাও ২ টা থেকে ৩/৩০ মিনিটের কাছাকাছি চলে বিক্ষোভ। নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ, দক্ষিন দিনাজপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়।"

একনাথ শিন্ডের ভূমিকার পরে বিজেপি তার অবস্থান স্পষ্ট করবে: রাওসাহেব দানভে

মুম্বই, ২২ জুন (হি. স.) : বিদ্রোহী শিবসেনা নেতা একনাথ শিন্ডের ভূমিকা সম্পর্কে জানার পর নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বুধবার এমনই জানালেন রেল প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব দানভে। তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়কদের ৪৮ ঘণ্টা দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেন, এখন পর্যন্ত তিনি একনাথ শিন্ডের কাছ থেকে সরকার গঠনের কোনও প্রস্তাব পাননি। তাই একনাথ শিন্ডের তরফ থেকে প্রস্তাব আসার পর এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি। বুধবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিস-র বাড়িতে বিজেপি নেতাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাওসাহেব থোরাত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, বিধান পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা প্রবীণ দারেকর, নির্দল বিধায়ক গীতা জৈন প্রমুখ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের পর রাওসাহেব দানভে বলেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এসব পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বিজেপি। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিজেপি বিধায়কদের দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

কেশিয়ারিতে নিখোঁজ প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধার কুয়োয়

কেশিয়াড়ি, ২২ জুন (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির ঘৃতগ্রাম এলাকায় দু'দিন ধরে নিখোঁজ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। মৃতের নাম উদয় টুডু (৫৫)। বাড়ির পাশের কুয়ো থেকে মেলে ওই ব্যক্তির দেহ।

পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার কাজে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সেই মতো পরিবারের সদস্যরাও সন্দেহ কিছু দেখেননি। কিন্তু রাত পেরিয়ে যাওয়ার পরও তাঁর খোঁজ মিলছিল না। ফলত বিপদের কিছু একটা সংকেত পেয়েই ছিলেন তাঁরা। শেষমেশ এই অবস্থায় দেখবেন তা হয়ত আশা করেননি।

ওই ব্যক্তির বাড়ির সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করলেও কিছু জানা যায়নি। বুধবার সকালে বাড়ির পাশে একটি কুয়োতে জল তুলতে গেলে ভেসে থাকতে দেখেন বাড়ির লোকজন। এরপর খবর দেওয়া হয় কেশিয়াড়ী থানায়। সেখানেই পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। এবং কুয়ো থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য।

কীভাবে এই মৃত্যু হল তার তদন্তে নেমেছে কেশিয়াড়ী থানার পুলিশ। ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এই বিষয়ে মৃতের পরিবারের এক সদস্য জানান, 'সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল। পারিবারিক কোনও অশান্তিই ছিল না। বুঝে উঠতে পারিনি কী হয়েছে। ও যে কুয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছে তা আমি জানি না। শুধু এই টুকু জানি বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিল। তখন এক বন্ধুকে বলে যে তুই সামনে এগো আমি পিছনে-পিছনে আসছি। তারপর শুনি এই অবস্থা।'

হাজিরার জন্য ইডি-র কাছে সময় চাইলেন সোনিয়া, লিখিতভাবে জানালেন কংগ্রেস সভানেত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় হাজিরা দেওয়ার বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র কাছে সময় চাইলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। লিখিতভাবে সোনিয়া ইডি-কে জানিয়েছেন, যতদিন না তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছেন, ততদিন তাঁকে যেন হাজিরা দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ইডি-র কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। করোনায় সংক্রমিত হয়ে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরেছেন গত সোমবার। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ২৩ জুন সোনিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। করোনা মুক্ত হয়ে সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছেন, এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন। আর সেই কারণেই হাজিরা দেওয়ার জন্য আরও সময় চাইলেন সোনিয়া। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ টুইট করে জানিয়েছেন, কোভিড এবং ফুসফুসের সংক্রমণ জনিত কারণে তাঁকে (সোনিয়া গান্ধী) কঠোরভাবে বাড়িতে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বুধবার ইডি-কে চিঠি লিখেছেন যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর হাজিরা কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হোক।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

যোগা দিবসে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের এনএমও ত্রিপুরা ইউনিটের উদ্যোগে যোগাভ্যাস করা হয়।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স সমস্ত গ্রাহকদের জন্য অনেক উপহার সহ ”গোল্ড লোন মেলা” লঞ্চ করেছে

আগরতলা, ২১ জুন : ভারতের অন্যতম বৃহত্তম নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি, আইআইএফএল ফাইন্যান্স, ১৫ জুন, ২০২২ থেকে ৩০ জুলাই ২০২২-এর মধ্যে সমস্ত গ্রাহকদের জন্য গোল্ড লোনের উপর আকর্ষণীয় অফার ”গোল্ড লোন মেলা” শুরু করেছে। এই পুরস্কারগুলির মধ্যে দুজনের জন্য একটি বিলাসবহুল ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, এই ৪৫ দিন সময়ের মধ্যে ভারত জুড়ে আইআইএফএল ফাইন্যান্স -এর ২৪০০, গোল্ড লোন শাখা থেকে গোল্ড লোন নেওয়া প্রতিটি গ্রাহককে নিশ্চিত উপহার দেওয়া হবে। 'গোল্ড লোন মেলা অফার' লঞ্চের বিষয়ে আইআইএফএল ফাইন্যান্সের গোল্ড লোনের জোনাল হেড, শ্রী নিলয় ঘোষ বলেন, “আইআইএফএল গোল্ড লোন তার ট্রান্সপ্যারেন্ট ডিলিং এবং সেরা গোল্ড লোন রেটের মাধ্যমে ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু অর্থনীতি এবং ব্যবসা এখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে, তাই কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্য আমরা আমাদের ”গোল্ড লোন মেলা” অফার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সমস্ত গ্রাহকদের একটি সুযোগ দিচ্ছি, যেখানে কয়েক কোটি টাকার উপহার দেওয়া হচ্ছে।' আইআইএফএল ফাইন্যান্স, যার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, আকর্ষণীয় উপহারের পাশাপাশি মাত্র ৫ মিনিটে লোনের কুইক প্রসেসিং, ম্যাক্সিমাম লোন ভ্যালু এবং সহজ ডিজিটাল পেমেন্ট অপশনের প্রতিশ্রুতি সহ সর্বনিম্ন সুদের হারে গোল্ড লোন অফার করে। আইআইএফএল ফাইন্যান্স হল ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এবং সবচেয়ে রিটেল-ফোকাস ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি যার ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৫১, ০০০ কোটি টাকার লোন অ্যাসেট রয়েছে যা ৪০ লাখেরও বেশি গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করে। গ্রাহকদের সাথে #SeedhiBaat এবং কম খরচে ও কোনো লুকানো চার্জ ছাড়া লোন দেওয়ার জন্য লকডাউন পর্যায়েও আইআইএফএল ফাইন্যান্স-এর গ্রাহক বেস এবং ব্যবসা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমেরিকার শীর্ষ বিজ্ঞান উপদেষ্টা মনোনীত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরতি প্রভাকর

ওয়াশিংটন, ২২ জুন (হি.স.) : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনে আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এবার জো বাইডেনের শীর্ষ বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত গবেষক আরতি প্রভাকর। বাইডেনের এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছে আমেরিকার ভারতীয় সমাজ। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, “ডক্টর প্রভাকর এক জন অসামান্য ইঞ্জিনিয়র এবং ফলিত পদার্থবিদ। তিনি অত্যন্ত সম্মাননীয় এক জন পণ্ডিত। তিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে 'অফিস অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'কে যোগ্য নেতৃত্বদানের মাধ্যমে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, এটাই আমার বিশ্বাস।” সেনেট মনোনয়নে সিলমোহর দিলে আমেরিকার ইতিহাসে আরতি-ই হবেন প্রথম অভিবাসী মহিলা যিনি 'অফিস অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পলিসি (ওএসটিপি)' -এর প্রধান ডিরেক্টর হবেন। পাশাপাশি তিনি বাইডেন প্রশাসনে অন্যতম উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় বংশোদ্ভূত। দিল্লিতে জন্ম আরতির। তিন বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে পাড়ি দেন আমেরিকা। প্রথমে গন্তব্য ছিল শিকাগো। তার পর আরতির বয়স যখন ১০, তাঁরা পাকাপাকি ভাবে টেক্সাসে চলে যান। 'টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি' থেকে আরতি ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন। প্রথম মহিলা হিসেবে আরতি 'ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' থেকে ফলিত পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করেন। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএস করেন। বর্তমানে স্ট্যানফোর্ডের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি ও ইন্সস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্সের ফেলো এবং ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সদস্য আরতি জীবনের একটা সময় সিলিকন ভ্যালিতেও কাজ করেছেন।

ঝুনঝুনুতে অনুষ্ঠিত হবে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রান্ত প্রচারক বৈঠক

জয়পুর, ২২ জুন (হি.স.): এবছর রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় 'প্রান্ত প্রচারক বৈঠক'। ৭, ৮ ও ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলা ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সারাদেশের সমস্ত প্রান্ত প্রচারক এবং সহ প্রান্ত প্রচারক গণ।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বুধবার জানান যে, বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সরসঙ্ঘচালক ড় মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এবং সকল সহ-সরকার্যবাহ ড় কৃষ্ণগোপাল, ড় মনমোহন বৈদ্য, সি আর মুকুন্দ, অরুণ কুমার এবং রামদত্ত। বৈঠকে, সঙ্ঘের সমস্ত কার্য বিভাগের সমস্ত প্রমুখ এবং অখিল ভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিছু অখিল ভারতীয় স্তরের সংগঠনের মন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, বৈঠকে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গ - 'সংঘ শিক্ষা বর্গ'-এর বৃত্ত এবং সমীক্ষা, আগামী বছরের জন্য কর্ম পরিকল্পনা, প্রবাস পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে সংঘের শতবর্ষের কাজের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হবে এই বৈঠকে।

মহারাষ্ট্র: একনাথ শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করতে উদ্ধব ঠাকরেকে শরদ পাওয়ারের পরামর্শ

মুম্বই, ২২ জুন (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে বিদ্রোহী বিধায়ক একনাথ শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করার পরামর্শ দিলেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) সভাপতি শরদ পাওয়ার। তিনি বলেন, এনসিপি এবং কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একনাথ শিন্ডেকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। শরদ পাওয়ারের এই পরামর্শের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

সূত্রের খবর, বুধবার বর্ষা বাংলোতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেন শরদ পাওয়ার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এবং এনসিপি রাজ্য সভাপতি জয়ন্ত পাটিল। এই সময় শারদ পাওয়ার মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, শিবসেনার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহী বিধায়ক একনাথ শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করা উচিত। এর ফলে বিদ্রোহী বিধায়করা শিবসেনায় ফিরে যাবেন এবং সব ধরনের ঝামেলা শেষ হবে। উল্লেখ্য, প্রায় আড়াই বছর আগে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টিতেও একই ধরনের সংকট দেখা দিয়েছিল। এনসিপি আইনসভা দলের নেতা অজিত পাওয়ার বিজেপির সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করেন। সেই সময় রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি রাজভবনে দিন শেষ হওয়ার আগেই দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে মুখ্যমন্ত্রী এবং অজিত পাওয়ারকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন। অজিত পওয়ার দলে ফিরে এলে ৮১ ঘণ্টা পর মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন দেবেন্দ্র ফড়নবিস। মহা বিকাশ আঘাদি সরকার গঠনের পর সেই সময়ে বিদ্রোহ করা অজিত পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল রাখেন শরদ পাওয়ার। শারদ পাওয়ার আজ মুখ্যমন্ত্রীকে এমনই পরামর্শ দিয়েছেন।

গুরুগ্রামে কাপড় তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন

গুরুগ্রাম, ২২ জুন (হি. স.) : বুধবার বিকেলে গুরুগ্রামের সেক্টর ৩৭ এলাকায় একটি কাপড় তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। চারতলা ভবনের তিনটি উপরের তলা জুড়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ২০টিরও বেশি দমকল ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ছিল।জানা গিয়েছে, ৩৭ নম্বর সেক্টরের ৪১৮ নম্বর প্লটে অবস্থিত কারখানায় বিকাল ৩ টার দিকে আগুন লাগে এবং লক্ষাধিক টাকার কাপড় ছাই হয়ে যায়। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং ভবনটিতে আগুন লাগার আগেই সমস্ত শ্রমিকরা চলে যান। তবে আগুন লাগার কারণ নিয়ে পুলিশ ও দমকল দফতর তদন্ত শুরু করছে।

সরকারি বাসভবন ছেড়ে মাতোশ্রীর পথে উদ্ধব

মুম্বই, ২২ জুন (হি. স.) : সরকারি বাসভবন বর্ষা ছেড়ে সপরিবারে মাতোশ্রী ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। বুধবার বিকেলে ফেসবুক লাইভে এসে উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছিলেন, দলের একজনেরও আপত্তি থাকলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ আঁকড়ে পড়ে থাকবেন না। ইস্তফা দিয়ে দেবেন। এমনকি সরকারি বাসভবন ছেড়ে মাতোশ্রীতে চলে যাবেন। সেই ঘোষণা যে স্রেফ মুখের কথা নয় তা বুঝিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। রাতে সরকারি বাসভবন বর্ষা ছেড়ে মাতোশ্রীতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার। নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়ির ভেতর থেকে ব্যাগপত্তর বের করে বাইরে নিয়ে আসতে শুরু হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের বাইরে শিবসেনা সমর্থকদের থিকথিকে ভিড়। উদ্ধবের সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আটকে রাখা হয়। তাদের থেকে টাকা ও চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

লিটনের পরিবার ঘটনাস্থলে তাদেরকে ৮ হাজার টাকা দিয়ে কোনক্রমে সেখান থেকে ছুটে আসে। তবে পরবর্তী সময়ে আরো এক লক্ষ টাকা তাদেরকে দেওয়ার জন্য বলে এলাকাবাসীরা। তা না হলে লিটনকে আরো অপদস্থ হতে হবে বলে জানায় অতি উৎসাহী জনগণেরা। এদিনই রাগে অভিমানে লিটন দাস বাড়ি চলে আসে। এদিকে সোমবার সকালে নিজ ঘর থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। লিটনের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গেইলের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার বিজয় মালিয়া

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.): ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইলের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে নেটিজেনদের কটাক্ষের মুখে পড়লেন ঋণখেলাপি বিজয় মালিয়া। অতীতের সুখস্মৃতি উসকে দিতে গর্বের সঙ্গে ক্রিস গেইলের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এককালে আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের কর্ণধার। কিন্তু নিজের ঢাক পেটাতে নিয়ে নেটিজেনদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হল তাঁকে। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আরসিবির মালিক ছিলেন বর্তমানে দেশ থেকে পলাতক বিজয় মালিয়া। সে সময় বড়বড় তারকাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল কিংফিশারের প্রাক্তন কর্তার। তাঁর আমলে ব্যাঙ্গালোর দলের জার্সিতে খেলেছেন ক্রিস গেইলও। আজ, বুধবার সেই ক্যারিবিয়ান তারকার সঙ্গেই একটি ছবি পোস্ট করেন মালিয়া। ক্যাপশনে লেখেন, “দ্য ইউনিভার্সাল বস, আমার বন্ধু গেইলের সঙ্গে দেখা হয়ে দারুণ আনন্দ হল। যেদিন থেকে ওকে আরসিবি দলে নিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই আমাদের মধ্যে ভাল বন্ধুত্ব। সেরা ক্রিকেটার হিসেবে ওকে পেয়েছিলাম।” ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মালিয়ার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে গেইল। মুখে চওড়া হাসি। ছবিটি পোস্ট করতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। অনেকেই এমন ছবি দেখে গেইলকে সাবধান করেছেন, তিনি যেন ঋণখেলাপির থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। তাঁদের মধ্যে এখনও যোগাযোগ রয়েছে দেখে কেউ কেউ আবার অবাকও হয়েছেন। ২০১১ সালে আরসিবি-তে যোগ দিয়েছিলেন গেইল। এই দলের জার্সিতে বহু মারকাটারি ইনিংস উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর ওপেনিং দেখতে মুখিয়ে থাকতেন সমর্থকরা। আরসিবির পাশাপাশি কলকাতা ও পাঞ্জাব দলের হয়েও খেলেছেন ক্যারিবিয়ান জায়ান্ট। যদিও চলতি বছর আইপিএল নিলামে নিজের নাম নথিভুক্ত করেননি তিনি।

মোতায়েন

● প্রথম পাতার পর

আশ্বস্ত করেছেন। তিনি ভোটারদের নির্ভয়ে মতাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কোন অসুবিধা হলে কমিশনের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন।

জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় প্রবেশ শুরু করেছে।

২০ জুন বিকেলের পর, যান চলাচল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। বিপুল সংখ্যক এলপিজি বুলেট, পেট্রোল এবং ডিজেল বোঝাই যানবাহন আজ চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট অতিক্রম করেছে। বৃহস্পতিবার কিছু যানবাহন প্রবেশ করবে। যদি আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকে, আমরা আশা করি আর কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, জানিয়েছে এল ডারলং। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ত্রিপুরা দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল কারণ প্রবল বৃষ্টিতে ত্রিপুরার ০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় াসড়ক ০৬ -এ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।

সেমিফাইনাল

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে।তিনি বলেন, ভোটার আইডি কার্ড ছাড়াও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ১২টি বিভিন্ন ধরনের পরিচয়পত্র যথা- আধার কার্ড, এমজিএন রেগা জবকার্ড, ছবি সহ ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসের পাসবুক, হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, আরজিআই অনুমোদিত স্মার্ট কার্ড, পাসপোর্ট, ছবি সহ পেনশন নথিপত্র ও সার্ভিস আইডেন্টিটি কার্ড, এমপি / এমএলএ/ এমএলসি-দের অফিসিয়াল আই কার্ড, ইউনিক ডিজাবিলিটি আইডি কার্ড (ইউডিআইডি) দিয়েও ভোটদান করা যাবে।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত তথ্য জানান। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানান পুলিশ দাবি করেছিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জামাল হোসেন এর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জামাল হোসেনের মৃত্যু হয়নি। পুলিশি নির্যাতনে জামাল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে বলে আদালত প্রমাণ পেয়েছে। সেই তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারপক্ষকে মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ছাদ থেকে

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার রাতে তার মৃত্যু হয়। ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জিরানীয়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আফগানিস্তানে

● প্রথম পাতার পর

তালিবান প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান মহম্মদ নাসিম হক্কানি জানিয়েছেন, পাকতিকা প্রদেশে মানুষের মৃত্যু হয়েছে বেশি। নানগড়হার এবং খোস্ত প্রদেশেও ভূমিকম্পের জেরে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকার ভূ-সর্বেক্ষণ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের খোস্ত শহর থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্প অনুভূত হয় বুধবার ভোররাতে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫১ কিলোমিটার গভীরে ছিল ওই কম্পনের উৎসস্থল। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পে ২৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২৫০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার ভোররাতে ভূমিকম্প অনুভূত হয় পাকিস্তানের পঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বিস্তীর্ণ প্রান্তেও। ভূকম্পন টের পাওয়া গিয়েছে ইসলামাবাদ, মুলতান, ভাক্কার, ফালিয়া, পেশোয়ার, মালাকান্দ, মিয়ানওয়ালি, পাকপাট্টান ও বুনের প্রভৃতি স্থানে। যে সময় ভূমিকম্পে অনুভূত হয়, তখন পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে ছিলেন। যাঁরা কম্পন টের পান, তাঁরা আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরেও কম্পন টের পাওয়া যায়।

কর্ণধার

● প্রথম পাতার পর

আজ পশ্চিমবঙ্গে কান পাতলেই শোনা যায়। আর কতদিন মমতা ব্যানার্জীর ভাবমূর্তি ধরে রেখে দল এগুবে সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। ত্রিপুরার মানুষ ভাল করে জানেন এরাজ্যে তৃণমূলের নেতৃত্বে যিনি আছেন বা যাকে বসানো হয়েছে তিনি দলবদলের মাস্টার। সুযোগ পেলেই আবার আরেক দলে যেতে যে দ্বিধা করবেন না, এটা রাজ্যের মানুষ জানেন। রাজ্যের মানুষ ভাল করে জানেন, এখানে তৃণমূলের কোন সংগঠন নেই। ত্রিপুরার মানুষকে বোকা ভাবলে ভুল করা হবে। ত্রিপুরায় গত পুর ও নগর ভোটে কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলেও তৃণমূল একটি আসনও ধরে রাখতে পারেনি। সেই টাকা কারা খেয়েছে, কাদের পকেটে ঢুকেছে জনমনে সেই প্রশ্নও আছে।

এবারের ত্রিপুরার চারটি আসনে উপনির্বাচনে যদি নির্ভয়ে ভোট দেয়া সম্ভব হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষের আকাঙ্খা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নতুন ভাবে শক্তি যোগাবে। তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে কোন দলের স্বার্থ রক্ষা করতে এসেছে এটাও আজ প্রশ্নের মুখে। কারণ, তৃণমূল নেত্রী ভাল করেই জানেন ত্রিপুরায় ঢাক ঢোল পিটানো ছাড়া, টাকা ছিটানো ছাড়া, আসলে ভোটের বাক্সে কোন প্রতিফলন ঘটবে না। ত্রিপুরার মানুষ বোকা নয়। সুযোগ পেলেই যোগ্য জবাব দেয়ার শক্তি এরাজ্যের মানুষের আছে তা অতীতেও প্রমাণিত। রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণে এই ত্রিপুরায় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে খাটো করে দেখার মত সুযোগ নেই। গণতন্ত্রকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অতীতে এই দলগুলি গণতান্ত্রিক মূলবোধের নজির রেখেছে। পরে অবক্ষয় কিছু গ্রাস করলেও তৃণমূলের মত লড়াকু দলের অবক্ষয় এত তাড়াতাড়ি দেখা দেবে মানুষ হয়ত ভাবতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তলিয়ে গেছে, কংগ্রেসের পাত্তা নেই। ত্রিপুরায় সিপিএম এখনও লড়াইয়ের শক্তি রাখে। কংগ্রেস মাঠে আছে। কিন্তু, তৃনমূল অসার গর্জন করে চলেছে। রাজনৈতিক শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি কোনটাই এই দলের নেই। এই দল ত্রিপুরায় গণবর্জিত নেতাদের কামধেনুতে পরিণত হয়েছে। জনগণের এই অভিযোগকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

করে। আরো জানা যায় এই গ্রামে একটি এয়ারটেল টাওয়ার বসানো হয়েছে যদিও কোম্পানি আলাদাভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরকে ট্রানসফর্ম বসানোর জন্য টাকা জমা দিয়েছেন, কিন্তু দপ্তর দায়সারা ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে আলাদা কোন ট্রানসফর্ম না বসিয়ে একই লাইনে ওই গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ চলছে যার কারণে এই লো ভোল্টেজ, ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। এলাকাবাসীর দাবি অতিসত্বর দপ্তর যেন গ্রামের জন্য আলাদা ট্রান্সফর্মার ব্যবস্থা করেন। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠে ইঞ্জিনিয়ার সত্যজিৎ বৈদ্যের দুর্ব্যবহারের জন্য দপ্তর যেন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এদিকে এই বিষয়ে রাজনগর ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র ম্যানেজার অসীম সাহার সাথে কথা বললে তিনি জানান সম্প্রতি এই ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজারের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই বিষয়টি সম্পর্কে উনি বিশেষ কিছু জানেন না। তিনি বলেন বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দেবেন বলে ফোন কথোপকথনের মাধ্যমে আশ্বাস দেন ক্ষুব্দ এলাকাবাসীদের।

শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

ভোটগ্রহণ শুরু হবে। চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। এই উপনির্বাচনে বিভিন্ন দলের ২২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরমধ্যে ৬-আগরতলা কেন্দ্রে ৬ জন, ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ৬ জন, ৪৬-সুরমা (এসসি) কেন্দ্রে ৫ জন এবং ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্রে ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সাথে ভোটারদের সহায়তায় হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে ওই নম্বরে বিভিন্ন ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, উপনির্বাচনেও থাকছে সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র। সেখানে নিরাপত্তা কর্মীরাও থাকছেন মহিলা। মোট ভোটকেন্দ্র ২২১টি।

আজ ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মোট ২২১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এরমধ্যে ৬-আগরতলা ও ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ২টি করে এবং ৪৬-সুরমা (এসসি) এবং ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্রে ১টি করে মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র রয়েছে। তিনি জানান, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট পরিষেবা, পানীয়জল, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়াও বৃষ্টি হলে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের অপেক্ষার জন্য অপেক্ষা করার জন্য শেডেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৪টি বিধানসভা এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এরজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র সামগ্রী এবং কর্মী ইতিমধ্যেই নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের সমস্যা নিরসনে এবার প্রতিটি কেন্দ্রের জন্যই আলাদা করে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, ৬-আগরতলা কেন্দ্রের জন্য হেল্পলাইন নম্বর হলো ০৩৮১-২৩২৫৯৩৭ / ২৩৮৩৬৪৬ এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হলো ৯৮৬৩২০ ১৬৬৫। ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ০৩৮১-২৩২৫৯৩৭ ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৮১৩২৯৪১৭৬৪। ৪৬ সুরমা (এসসি) কেন্দ্রের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ০৩৮২৬-২৬২২২২ ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৪৮৫০ ১১০৫১ এবং ৫৭-যুবরাজনগর কেন্দ্রের জন্য হেল্পলাইন নম্বর হলো ০৩৮২২ ২২০২০২ এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৭০০৫৫৬৮৪৬০।

াঙ্গন

খরচ সামলাতে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাদা চুক্তি করতে চলেছে পিসিবি

ইসলামাবাদ,২২ জুন (হি.স.): খরচ সামলাতে তৎপর পাক ক্রিকেট বোর্ড। এর জন্য কিছুটা ঘুর পথে ক্রিকেটারদের বেতন কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন পিসিবি। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটের জন্য পৃথক দল তৈরি করতে চাইছে পিসিবি। দু'ধরনের ক্রিকেটের জন্য আলাদা চুক্তি করা হবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে। কমবে টাকার অঙ্ক।

প্রথম বার ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাদা চুক্তির পরিকল্পনা করেছে পিসিবি। এখন থেকে আর আগের মতো একটি চুক্তি করা হবে না। কিছু ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁরা মূলত টেস্ট খেলেন। অনেকে আবার শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেটের জন্য বিবেচিত হন। সে ভাবেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তারা। এক দিনের সঙ্গেই থাকবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের চুক্তিও।

বাবরের মত যাঁরা তিন ধরনের ক্রিকেটই খেলেন, তাঁদের সঙ্গেই শুধু দু'টি চুক্তি করা হবে। বাবর ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, মহম্মদ রিজওয়ান, ইমাম উল হক এবং হাসান আলি। তাঁদের আয় অবশ্য কমবে না। বোর্ডের খরচে ভারসাম্য আনতেই আলাদা আলাদা চুক্তি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বর্তমানে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। মুদ্রাস্ফীতির হার অত্যন্ত বেশি। এই পরিস্থিতিতে বোর্ডের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রামিজ রাজারা। তাই কোপ পড়তে চলেছে ক্রিকেটারদের আয়ের উপর। পৃথক চুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। বৃহস্পতিবার পিসিবির পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।

রামিজরা মনে করছেন, আয় কমলে ক্রিকেটাররা ক্ষুব্ধ হতে পারেন। সেই সম্ভাবনা রুখতে চুক্তির আওতায় এ বার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি ক্রিকেটারকে আনতে চাইছেন তাঁরা। পিসিবি কর্তাদের দাবি, বেশি সংখ্যক ক্রিকেটারকে চুক্তির আওতায় আনলে বোর্ডের খরচ বাড়বে। একই সঙ্গে আগের থেকে বেশি ক্রিকেটারের আর্থিক সুরাহা হবে।

মেসি, রোনাল্ডোর পাশেই সুনীলকে রাখছেন ভাইচুং

ভারতীয় ফুটবলে তিনি মধ্যগগনে থাকার সময়ই উত্থান সুনীল ছেত্রীর। অনুজ উত্তরসূরি ৩৭ পেরিয়ে ফুটবলজীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে গিয়েছেন বলেও মনে করেন না ভাইচুং ভুটিয়া। তাঁর মতে, বয়স কেবলই একটা সংখ্যা। শুধু তাই নয়। সুনীলকে তিনি ৩৪ পেরিয়ে যাওয়া লিয়োনেল মেসি ও ৩৭ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে এক আসনেই বসাতে চান! এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ভারতীয় দলের তৃতীয়বার যোগ্যতা অর্জনের নেপথ্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন সুনীল। যুবভারতীতে তিনটি ম্যাচে চারটি গোল করেছেন। স্পর্শ করেছেন দেশের জার্সিতে করা কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসের ৮৪ গোলের নজির। এই মুহূর্তে ভারত অধিনায়কের চেয়ে মাত্র দু'টি গোল বেশি মেসির। এই বয়সেও সুনীলের দুর্দান্ত সাফল্যের রহস্য কী? উচ্ছ্বসিত ভাইচুং বলছিলেন, "আমার মতে বয়স কেবলই একটা সংখ্যা মাত্র। ফিটনেস যদি ঠিক থাকে, মানসিকতা যদি পেশাদার হয়, তা হলে বয়সটা কোনও সমস্যাই নয়। তা ছাড়া গোল করার জন্য বয়স কখনওই গুরুত্বপূর্ণ নয়। রোনাল্ডো, মেসি, সুনীল এটাই প্রমাণ করে চলেছে বারবার।"

রোনাল্ডো, মেসির পাশে সুনীলকে কি রাখতে চান? ভাইচুংয়ের জবাব, "অবশ্যই। ৩৭ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সুনীল গোল করে চলেছে। এই ক্ষমতা খুব কম ফুটবলারেরই থাকে। যেমন রোনাল্ডো, মেসি। ওদের পাশেই সুনীলকে রাখব।" প্রথম দিন সুনীলের খেলা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ভাইচুং। তাঁকে নিজের উত্তরসূরি বলে পরিচয় দিতেন। সুনীল কতটা বদলে গিয়েছেন? ভাইচুংয়ের বিশ্লেষণ, "সুনীল এখন অনেক বেশি অভিজ্ঞ। এটা হয়েছে বয়স বাড়ার সঙ্গে। আমার মতে, বয়স কখনওই প্রতিবন্ধক নয়। বয়সের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে। আগে যা বুঝতে বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হত, সেই কাজটাই বয়স বাড়ার সঙ্গে অনেক সহজ হয়ে যায়। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তা উপলব্ধি করেছি।" যোগ করেন, "বয়স যখন কম ছিল, মাঠে নেমে অনেক ভুল করতাম। কিন্তু কোথায় ভুল হচ্ছে, তা ঠিক মতো ধরতে পারতাম না। বয়স বাড়ার সঙ্গে কিন্তু নিজের ভুলত্রুটিগুলি সহজেই বুঝতে পারতাম এবং তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। জানতাম, কী ভাবে খেললে সফল হব, গোল করব।" এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু হওয়ার আগে সুনীলের কথায় অবসরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। বলেছিলেন, "জীবন খুবই অনিশ্চিত। যত দিন উপভোগ করব, ফুটবল চালিয়ে যাব। যে দিন থেকে খেলে আনন্দ পাব না, ছেড়ে দেব। এই কারণেই প্রত্যেকটি ম্যাচকেই আমার শেষ ম্যাচ মনে করে মাঠে নামি।" হংকংয়ের বিরুদ্ধে 'ডি' গ্রুপের শেষ ম্যাচের আগে অধিনায়কের পাশে বসেই ইগর স্তিমাচ জানিয়ে দেন, দেশের হয়ে ১০০ গোল না করা পর্যন্ত সুনীলকে তিনি অবসর নিতে দেবেন না। আপনিও কি একমত জাতীয় কোচের সঙ্গে? ভাইচুংয়ের জবাব, "সুনীলকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও কত দিন খেলবে। ইগর বা আমার কথায় কিছু হবে না। কারণ, এক জন খেলোয়াড়ই সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে, কত দিন সে খেলতে পারবে।" আরও বললেন, "বড় চোট পেলে সুস্থ হয়ে আগের ছন্দে ফেরা খুবই কঠিন ফুটবলারদের পক্ষে। আমাদের প্রজন্মের অনেকেরই ফুটবলজীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই চোটের কারণে। ও এতটাই ফিট যে, চোট-আঘাতের সমস্যায় খুব একটা পড়তে হয়নি। তাই যত দিন সুনীল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে চোট-আঘাত থেকে, ততই দীর্ঘ হবে ওর ফুটবলজীবন। উপকৃত হবে ভারতীয় ফুটবল।" এশিয়ান কাপের মূল পর্বের সূচি ঘোষণা না হলেও শোনা যাচ্ছে ২০২৪ সালের শুরুতে হতে পারে এই প্রতিযোগিতা। ঘনিষ্ঠ মহলে সুনীল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন খেলার। উচ্ছ্বসিত ভাইচুং বললেন, "এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ভারতীয় দলের জার্সিতে সুনীলকে খেলতে দেখার ব্যাপারে আমিও দারুণ ভাবেই আশাবাদী।"

ঋদ্ধিমান আবার বিস্ফোরক, 'ওই সাংবাদিক আগেও হুমকি দিয়েছেন'

কয়েক মাস আগেই ঋদ্ধিমান সাহা বনাম সাংবাদিক বিতর্কে তোলপাড় হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট। বেশ কিছু দিন সেই প্রসঙ্গে চুপ থাকার পর আবার মুখ খুললেন ঋদ্ধিমান। জানালেন, ওই সাংবাদিক আগেও হুমকি দেন। অর্থাৎ ওই সাংবাদিক যে প্রায়শই এই কাজ করে থাকেন, সেটা খোলসা করলেন ঋদ্ধিমান। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি নেটমাধ্যমে ওই সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের স্ক্রিনশট পোস্ট করেছিলেন ঋদ্ধিমান। দেখা গিয়েছিল, সাক্ষাৎকার নিতে না পেরে ঋদ্ধিমানের উপর নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ওই সাংবাদিক। কলকাতার সেই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বোর্ডের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ঋদ্ধিমান। মে মাসে ওই সাংবাদিককে দু'মাসের জন্য নির্বাসিত করে বিসিসিআই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ঋদ্ধিমান বলেছেন, "আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে একটা সাক্ষাৎকারের জন্য এক জন সাংবাদিক কতটা নীচে নামতে পারে। পরে জানতে পেরেছি যে উনি আগেও এ রকম কাজ করেছেন। তাই জন্যে বোর্ড ওঁকে শাস্তি দিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে। বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম বলে প্রথম দিকে এ নিয়ে কোনও কথা বলিনি।" ঘটনার পরেও ওই সাংবাদিকের মধ্যে কোনও আক্ষেপ ছিল না দেখে আরও বিস্মিত হন ঋদ্ধিমান। সে কারণেই স্ক্রিনশট প্রকাশ্যে এনেছেন বলে জানিয়েছেন ঋদ্ধিমান। তাঁর কথায়, "প্রথমত, আমি এটা নিয়ে মুখ খুলতে চাইনি। আমাদের মতো বাকিদেরও তো নিজেদের কেরিয়ার রয়েছে। তবে উল্টো দিকের মানুষটার যদি কোনও আক্ষেপ না থাকে, তা হলে কত দিন চুপ করে থাকব?"

দিল্লিতে যোগা অলিম্পিয়াডে ত্রিপুরার মনসার সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত যোগা অলিম্পিয়াডে ত্রিপুরার মনসা দাস স্বর্ণ পদক পেয়েছে। সর্বভারতীয় যোগা আসরে এ ধরনের সাফল্যের খবরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ত্রিপুরাবাসী। বলাবাহুল্য, শংকর দাস এবং সুচিত্রা দাস-এর কনিষ্ঠ কন্যা, উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং নব-দিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যোগা ছাত্রী গত ২০ জুন, সোমবার দেশের রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত যোগা অলিম্পিয়াডে সর্বভারতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক পেয়েছে। যোগা খেলোয়ার মনসার জন্মভূমি সোনামুড়া গ্রাম, নবদিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, রমেশ উচ্চতর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তথা রাজ্যের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে নাম উজ্জ্বল করেছে মনসা। এই সাফল্যের জন্য সবাই গর্বিত। তার পেছনে নব-দিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যোগা প্রশিক্ষক সুমন সাহা এবং দেবাশীষ সাহাকে অনেক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

মনসার এই সাফল্যের পেছনে সমাজের প্রত্যেক অংশের মানুষের আশীর্বাদ রয়েছে বলে তার পরিবারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। সবার আশীর্বাদে মনসা আরও সাফল্য পাবে বলে প্রত্যেকের প্রত্যাশা।

দিল্লিতে ওয়ার্ল যোগা কাপে অংশ নিতে রওয়ানা রাজ্যদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। একাধিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ওয়ার্ল যোগা কাপ ২০২২-এ অংশগ্রহন করার জন্য রাজ্যের নয়জন প্রতিভাবান প্রতিযোগী বুধবার কৈলাসহর থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ইউনিভার্সেল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে ছাব্বিশ ও সাতাশ জুন দিল্লীর গাজীয়াবাদের এ এল টি সেন্টারের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ার্ল যোগা কাপ ২০২২। এই প্রতিযোগীতায় বিশ্বের প্রায় ত্রিশটি দেশ অংশ নেবে। বাছাই প্রক্রিয়া শেষে রাজ্যের নয়জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহনের সুযোগ পায়। পুরুষ বিভাগে পাঁচ জন এবং মহিলা বিভাগে চার জন। ওয়ার্ল যোগা কাপ ২০২২-এ মূলত তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে, রিদমিক, আর্টেস্টিক ও যোগাসন। নয়জন প্রতিযোগীর সাথে কোচ হিসাবে যাচ্ছেন আশরাফ আলী, যিনি নিজেও প্রতযোগীতায় অংশ নেবেন, টিম ম্যানেজার হিসেবে যাচ্ছেন অপর যোগা প্রশিক্ষক স্বপ্ন চন্দ্র দাস। বুধবার সকাল এগাটাটায় কৈলাশহর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় যোগা প্রশিক্ষক আশরাফ আলী। ওয়ার্ল যোগা কাপ ২০২২ অংশগ্রহনের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বর্তমানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ত্রিপুরা রাজ্য সড়ক ও রেলপথে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। প্রতিযোগীদের নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বিমানে যাতায়াতের জন্য রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর সহ রাজ্য সরকার এবং সামাজিক মাধ্যমে একাধিক বার আবেদন করা হয় সাহায্যের জন্য কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক প্রকারের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই নয় জন প্রতিযোগী ও টিম ম্যানেজার বুধবার সড়কপথে কৈলাসহর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। প্রতিযোগিরা যেন সাফল্য অর্জন করে নাম উজ্জ্বল করতে পারে সেই আবেদন রেখে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল প্রতিযোগিরা। খেলোয়াড়রা হলেন: স্বপন চন্দ্র দাস, আশরফ আলি, অনির্বান ভট্টাচার্য, শাক্ষি মালাকার, অর্পিতা দাস, ঋদ্ধিমান সাহা, শুহন পাল, উদীসা দেববর্মা এবং শায়ন্তিকা শীল।

রঞ্জি ফাইনালে বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে মুম্বাই : মধ্যপ্রদেশও লড়ছে

বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ২২ জুন।। বড় স্কোরের লক্ষ্যেই এগুচ্ছে মুম্বাই। টসে জয়, প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত - সবকিছুই যেন মুম্বাইয়ের পক্ষে। তবুও মধ্যপ্রদেশের বোলাররা চেষ্টার কোনও ত্রুটি-ই রাখছেন না। এমনকি প্রথম ওভার করার জন্য কুমার কার্তিকেয়"র হাতে বল তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে, বিনা যুদ্ধে ময়দান ছাড়তে রাজি নয়। রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব মধ্যপ্রদেশের কাছে একাধিকবার রয়েছে। তবে শিরোপা জয়ের রেকর্ড অর্জনকারী মুম্বাই অনবদ্য। তবুও ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। উইকেট কখন কার পক্ষে আচরণ করবে আগের থেকে কারোর বলা সম্ভব নয়। রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে মুম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের খেতাবি লড়াই শুরু হয়েছে। এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ৫ দিনের ম্যাচ। প্রথম দিনের খেলা শেষে মুম্বাই ৫ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান সংগ্রহ করেছে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনালের মতো প্রথম দিনে সেঞ্চুরির গৌরব কারোর অর্জিত হয়নি। তবে ওপেনিং জুটিতে অধিনায়ক পৃথ্বী শাহ ও যশস্বী ভূপেন্দ্র জয়সোয়ালের দুরন্ত শুরু মধ্যপ্রদেশের বোলিং লাইনআপকে একটু চিন্তিত করে তুলেছিল। তবে দিনের শেষে ৯০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪৮ রান একাধারে সহজও নয়, আবার ফাইনাল ম্যাচের কথা ভাবলে চ্যালেঞ্জিংও নয়। দলের পক্ষে ওপেনার পৃথ্বী শাহ ৪৭ রানে, যশস্বী ভূপেন্দ্র জয়সওয়াল ৭৮ রানে প্যাভিলিয়নের ফিরলেও এস. খান ৪০ রানে এবং স্যামস মুলানি ১২ রানে উইকেটে রয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের সারাংশ জৈন ৩১ রানে এবং অনুভব আগরওয়াল ৫৬ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। কুমার কার্তিকেয় পেয়েছে একটি উইকেট। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন।

জাতীয় ফুটবলে দাদরার বিরুদ্ধে ৭ গোল হজম করে ছিটকে গেল ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। আবারও বিধ্বস্ত ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের পর এবার দাদরা অ্যান্ড নগর হাবেলীর বিরুদ্ধে। অসমের সোনাপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের জুনিয়র ফুটবলে। বুধবার দাদরা অ্যান্ড নগর হাবেলীর বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত হলো ত্রিপুরা। ওই রাজ্যের এল এন আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন শুরু থেকেই যেনো ত্রিপুরার ফুটবলারদের শরীর চলছিলো না। এরই খেসারত দিতে হলো দলকে। এদিন পরাজিত হওয়ায আসর থেকে ছিটকে যেতে হলো ত্রিপুরাকে। গ্রুপে আর মাত্র ১ টি ম্যাচ বাকি রয়েছে ত্রিপুরার, ওড়িশার বিরুদ্ধে। ২৪ জুন হবে ম্যাচটি। চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পর দাদরা অ্যান্ড নগর হাবেলীর বিরুদ্ধে আশায় বুক বেধেছিলেন রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু এভাবে বিনা লড়াইয়ে লজ্জাজনক পরাজিত হতে হবে ভাবতেই পারেননি কেউ। প্রথমার্ধে ৩ গোল হজম করার পর দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৪ টি গোল হজম করে ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হাফ ডজন গোলে পরাজিত হওয়ার পর এদিন ৭ গোল হজম করায় জাতীয় আসরে ত্রিপুরার মান অনেকটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকলো। খেলা শেষে হতাশ ত্রিপুরা দলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা সোনাপুর থেকে টেলিফোনে বলেন,'জঘন্য খেলেছে মেয়েরা। শরীরই যেনো চলছিলো না ওদের। সারাক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে খেলে গোল হজম করলো। এতো বাজে খেলবে ভাবতেই পারিনি'।

এক লাফে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০৮ ধাপ উঠলেন কার্তিক, অবনতি বিরাট-রোহিতের

দুবাই, ২২ জুন (হি.স.) : আইসিসি-র টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ১০৮ ধাপ উঠলেন দীনেশ কার্তিক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুরন্ত ছন্দে থাকারই পুরস্কার পেলেন দীনেশ। এখন তিনি ৮৭ নম্বরে। প্রথম দশে ঢুকে পড়লেন ঈশান কিশন। ২১ নম্বরে নেমে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা রয়েছেন ১৮ নম্বরে।

সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে থাকার সুবাদে জাতীয় দলে কামব্যাক করেছিলেন। তারপরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজেও ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়েছেন। তারপরেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এলেন ১০৮ ধাপ! বুধবার বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ হওয়ার পরে ক্রমতালিকায় দীনেশ কার্তিকের জায়গা নিয়ে জোর চর্চা ক্রিকেট মহলে। আরসিবির হয়ে ফিনিশার হিসাবে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন কার্তিক। প্রায় ১৮৫ স্ট্রাইক রেট রেখে ১৬ ম্যাচে তিনশোর উপরে রান করেছিলেন তিনি। আইপিএলে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেও বেশ কয়েকটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন কার্তিক। রাজকোটে মাত্র ২৭ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলে দলকে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ডিকে। তাঁর বড় রানের উপরে ভিত্তি করেই ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছিল ভারত। টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে আপাতত ৮৭ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভাল খেলার পুরস্কার পেলেন ঈশান কিষাণও। দুই দলের মধ্যে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ছিলেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। চার ম্যাচে ২০৬ রান করেছিলেন তিনি। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে নয় নম্বরে রয়েছেন ঈশান। ব্যাটারদের মধ্যে প্রথম দশে আর কোনও ভারতীয় নেই। সিরিজে না খেলার দরুণ ২১ নম্বরে নেমে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। অবনতি হয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মারও। ১৮ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটারদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন বাবর আজম। বোলারদের এক নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলীয় পেসার জশ হেজেলউড। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল র‍্যাঙ্কিং যুজবেন্দ্র চাহালের। ২৩ নম্বরে রয়েছেন তিনি। টেস্টে অলরাউন্ডার হিসাবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। বোলিং বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং জশপ্রীত বুমরা। ব্যাটারদের তালিকায় দশ নম্বরে রয়েছেন বিরাট।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শান্তিরবাজারে স্কুল ক্রিকেট, ফের শুরু নিয়ে দুশ্চিন্তা চরমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ক্রমাগত বৃষ্টিতে মাঠের বেহাল অবস্থা। ফলে স্থগিত হওয়া স্কুল ক্রিকেট আদৌ কবে শুরু হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্দেহ। মঙ্গলবারের পর বুধবার সকালেও বৃষ্টি না হওয়ায় দ্রুত আসর শুরু করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা। কিন্তু বিকেলে আকাশের গুমরা মুখ দেখে আবারও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন কর্তারা। জানা গেছে, ক্রমাগত বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা খুবই খারাপ। কমকরে দুদিন রৌদ্র উঠলেই মাঠ কেলার উপযুক্ত হয় উঠবে। সেই দিকেই তাকিয়ে আছেন কর্তারা। প্রসঙ্গত: ১৬ জুন থেকে শুরু হয়েছিলো আসর। ৪ দলীয় আসর হবে ডাবল লিগ ভিত্তিতে। উদ্বোধনী দিনে বৃষ্টির জন্য ওভার কমিয়ে ১৫ করা হয়েছিলো। তাতে জয় পেয়েছিলো বাইখোরা স্কুল। এরপর থেকেই বৃষ্টির জন্য আর খেলা চালানো সম্ভব হচ্ছিল না, পরিত্যক্ত হয়েছিলো ৩ টি ম্যাচ। অবশেষে আসর স্থগিত রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 06/EE/SNM/PWD/2022-23, Dt: 16/06/2022.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'item rate offline tender' up to 3.00 P.M. on 30/06/2022 for hiring of vehicle for the following works:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 31/EE/SNM/PWD/2022-23	Rs. 3,69,840.00	Rs. 7,397.00	365 days.

Sd/- (Er.S.Paul)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA-C-970-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/KD/2022-23 Dt :- 16.06.2022

SL NO.	NAME OF THE WORK	Estimated Cost	Earnest Money	Time For Completion	Last Date And Time For Document Downloading And Bidding	Time And Date Of Opening Of Bid	Document Downloading And Biding At Application	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of Community hall at Ramguna SH: RCC work, Steel works, GCI sheet roofing etc. at Pecharthal, Unakoti District under BEUP Scheme during the year 2022-23. DNIT No-04/EE/KD/2022-23	Rs.4,47,029.00	Rs.8,941.00	90 Days	Up to 15.00 Hrs on 06.07.2022	At 16.00 Hrs on 06.07.2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2.	Construction of Open Community Shed at in front of Nidebi Children school at Kumarghat during the, Unakoti District under BEUP Scheme during the year 2022-23. DNIT No-05/EE/KD/2022-23	Rs.7,13,146.00	Rs.14,262.00	90 Days				
3.	Construction of Community hall at Ramguna/SH: RCC work, Steel works, GCI sheet roofing etc. at Pecharthal, Unakoti District under BEUP Scheme during the year 2022-23. Gr-II. DNIT No-06/EE/KD/2022-23	Rs.4,47,029.00	Rs.8,941.00	90 Days				

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
Executive Engineer
Kumarghat Division, PWD(R&B)
Kumarghat, Unakoti Tripura.

ICA-C-975/22

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছলেন ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণের জন্য ভোট গ্রহণ কর্মীরা বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিন সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন বুধবার।

রাত পোহালেই রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী সহ রাজ্য পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীকে যৌথভাবে নিরাপত্তার কাজে লাগানো হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই ভোটগ্রহণ কর্মীরা ইভিএম ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব প্রাপ্ত ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আগরতলা শহর এলাকার দুটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোট কর্মীরা উমাকান্ত স্কুল থেকে ভোট সামগ্রী নিয়ে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র এবং ৮ বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত ভোট কর্মীরা উমাকান্ত স্কুল থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ভোট প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ যাবতীয় বিষয় নিয়ে বুধবার বিস্তারিত তথ্য জানান রিটার্নিং অফিসার তথা সদরের এসডিএম অসীম সাহা। তিনি জানান, সিআরপিএফ সহ রাজ্য পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীকে নিয়ে যৌথ টিম গঠন করে ভোট কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল থেকেই ভোটগ্রহণ কর্মীরা উমাকান্ত স্কুল থেকে ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ইতিমধ্যেই ভোটগ্রহণ কর্মীরা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন। কোথাও থেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন। উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তীব্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ নির্বাচনী কেন্দ্রের বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসা হয়েছে ছাপ্পা ভোটের জন্য। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রশাসন মাঠে নেমে পড়েছে। গতকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন হোটেল, গেস্ট হাউসে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা রক্ষীরা। যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া হোটেল, গেস্ট হাউজে থাকছেন তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বুধবারও এই অভিযান জারি ছিল। এদিন শহরের বিভিন্ন হোটেল, গেস্ট হাউস গুলিতে অভিযান চালিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। মূলত উপ ভোটে কোন ধরনের ভোটে কারচুপি ঠেকাতেই এই উদ্যোগ।

ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবজারভার পার্থসারথি মিশ্রা জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরের মধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। ভোট কর্মীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে গেছেন। এদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন দ্বারা যা যা গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে তার সবকিছু মান্যতা দিয়েই সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের চিন্তার কোনো কারণ নেই। অপরদিকে বিএসএফ, সিআরপিএফ প্রত্যেকটি জায়গায় মোতায়েন রয়েছে। ভোটকেন্দ্রের ভিতরেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক কে স্বাধীন ভাবে ভোট প্রদান করার জন্য আহবান জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে রিটার্নিং অফিসার শৈলেশ কুমার যাদব বলেছেন, ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ৫৫টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। এগুলি ২৬ টি জায়গায় বিভক্ত। এরমধ্যে ৭ টি পোলিং স্টেশন কে স্পর্শ কাতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এগুলি ইন্দ্রনগর, অভয়নগর, বিটারবন সহ বেশি কিছু জায়গায় রয়েছে। এই স্পর্শ কাতর পোলিং স্টেশন গুলিতে ৮ জন করে সিআরপিএফ জোওয়ান মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও থাকছে প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশন এর ভেতরে ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা। সেই ওয়েব কাস্টিং কে দেখাশোনা করার জন্য একজন এডিশনাল পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও বাইরের ২০০ মিটার পর্যন্ত যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও থাকবে হেল্পলাইন নাম্বার। কোন অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনার তদন্ত করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও থাকছে দুটি মডেল পোলিং স্টেশন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বিদ্যালয়ে থাকছে মহিলা পরিচালিত ভোট কেন্দ্র। অপরটি হল মৈত্রী ভারতী স্কুল। যেখানে আদর্শ পোলিং স্টেশন কেমন হওয়া প্রয়োজন সেই আদলেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

৮ টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৮ টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ভোট কর্মীরা তাদের নিজ নিজ পোলিং স্টেশনে পৌঁছে গেছেন। নির্বিঘ্নে ভোট হবে বলে আশাবাদী তিনি। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে অধিক নিরাপত্তার বলয় তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা।

উদয়পুরে নেশা কারবারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। মন্দিরনগরী উদয়পুরের রাজনগর বড়টিলা এলাকায় এক কুখ্যাত হেরোইন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম রাজু মিয়া। জানা যায়, রাজু মিয়া নামে ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই নেশা সামগ্রী বিক্রয় করে আসছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আর কে পুর থানার পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারা মামলা গ্রহণ করেছে আর কে পুর থানার পুলিশ। তাকে বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য মন্দির নগরী উদয়পুরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নেশা কারবারি এবং নেশাখোরদের উৎপাত মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে মন্দির নগরীর ঐতিহ্য বিনষ্ট হচ্ছে। যুবসমাজ নেশায় আসক্ত হয়ে নানা অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। নেশার টাকার যোগান করতে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলেছে।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগ, আক্রান্ত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ জুন।। উপ নির্বাচনের প্রাক মুহুর্তে সন্ত্রাসের আঁচ মিলেছে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তৃণমূল কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।আহত তৃনমুল কর্মীর নাম রঞ্জিত দাস। বাড়ি তাঁর বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়নগর এলাকায়। আহত ব্যক্তি বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আগরতলায় গিয়ে উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে অংশ করার অপরাধে এক তৃনমুল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসক বিজেপি দলের বিরুদ্ধে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে জয়নগরের বাজার এলাকায় মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল কর্মী রঞ্জিত দাসের। রণজিৎ দাস পেশায় একজন অটোচালক। মারধরের পাশাপাশি অটো নিয়ে রাস্তায় না বের হবারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে। অভিযোগে জানা গেছে, একদল দুষ্কৃতী জয়নগর বাজারে রঞ্জিত দাসের উপর চড়াও হন। তবে বাজারের কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি। অবশেষে কোনো ক্রমে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন রঞ্জিত। এদিকে তৃণমূল কর্মীর উপর আক্রমনের খবর পেয়ে দলীয় নেতা কর্মীরা রঞ্জিতের বাড়িতে ছুটে গিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে বলে খবর। উপ নির্বাচনের আগেই এধরনের হামলার ঘটনায় আতঙ্ক এলাকা জুড়ে।

পৃথক দূর্ঘটনায়হত বাইক চালক আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জুন।। ফের যান দুর্ঘটনায় নিহত এক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার সন্ধ্যা বেলায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা এলাকায় টি আর ০৮ ডি ৬৮৪৬ নাম্বারের বাইক চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারালেন কলসী পাতিছড়ার বাসিন্দা আদু মগ (২৭)।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আদু মগকে শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আদু মগকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ বর্তমানে শান্তিরবাজার জেলা হাসাপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগামীকাল মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

রাজ্যে যান দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বুধবার ফের বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এক ব্যাক্তি। আহত ব্যক্তির নাম নন্দলার সরকার(৫৭)। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার সকালে নন্দলাল সরকার নিজ বাইকে চেপে বিশালগড় বাজারের দিকে আসছিলেন। ঠিক সেই সময় বাইকটি দ্রুতগতিতে থাকায় বিশালগড় পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় আসতেই তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। পরবর্তী সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে খবর পেয়ে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

এদিকে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে হাপানিয়া মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করেন। মূলত, দ্রুতগতির কারনেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিমত প্রত্যক্ষদর্শীদের।

কিষাণ ক্ষেত মজদুর কংগ্রেসের উদ্যোগে কৈলাসহর কৃষি অফিসে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। কিষাণ ক্ষেত মজদুর কংগ্রেসের কৈলাসহর জেলা কমিটির উদ্যেগে ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজকে কৈলাসহর কৃষি দপ্তরের অফিসে ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। ক্ষেত মজদুর কৈলাসহর জেলা কমিটির সভাপতি প্রশান্ত সিনহা, কৈলাসহর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মোঃ রেনু মিয়া, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হদিস মিয়া সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ গণ। আজকের এই ডেপুটেশন গ্রহণ করেন মহকুমা কৃষি আধিকারিক পরাগ রায় চৌধুরী। তিনি বলেন দাবিগুলি যুক্তিসঙ্গত। খতিয়ে দেখা হবে। ডেপুটেশনের দাবিগুলোর মধ্যে হল কৃষি মৌসুমে কৃষক দের সাহয্য করা, সার-বীজ-কিটনাশক প্রদান করা ইত্যাদি।

ভোট সামগ্রী প্রদানে বিলম্ব কমলপুরে ক্ষুব্ধ ভোট কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই অব্যবস্থাপনার অভিযোগ এনেছেন খোদ ভোট কর্মীরা। প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা নাগাদ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও মেলেনি ভোট সামগ্রী। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ভোট কর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে উপনির্বাচন। চারটির মধ্যে একটি কেন্দ্র সুরমা বিধানসভা। বুধবার সকাল ৮টা থেকেই প্রত্যেকটি কেন্দ্রের ভোট কর্মীরা তাদের ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোট সামগ্রী নিয়ে গেছেন। কিন্তু সুরমা কেন্দ্রেই ঘটে বিপত্তি। এদিন সকাল ৮টা থেকে কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে ছিলেন ভোট কর্মীরা। কিন্তু তাঁরা যথা সময়ে ভোট সামগ্রীগুলো পাননি। এদিকে অভিযোগ উঠছে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আসতে দেরি করেছেন। সেই কারনেই এদিন ভোট কর্মীদের সামগ্রী প্রদানে দেরি হয়েছে।

ভারত স্বভিমান ট্রাস্টের উদ্যোগে যোগ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। ধর্মনগর মহাকুমার অধীন কালাছড়া ব্লকের অন্তর্গত নদিয়াপুর শনিছড়াতে ভারত স্বভিমান ট্রাস্টের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু শর্মা। শনিছড়ার মহাদেব তপস্বিনী বৈদিক আশ্রমের সভাপতি নির্মল সিনহা, সম্পাদক তথা বিএসটি প্রভারী রানা সিনহা,কবি ও লেখক মধুমঙ্গল সিনহা, গুরুকুলের অধ্যক্ষা নন্দিতা আরিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্বেও শতাধিক শিক্ষার্থী, অভিভাবক এই শিবিরে যোগদান করে। পরিচালনা করেন রাজ্য বিএসটি প্রভারী রঞ্জিত নাথ।

কদমতলাতে পতঞ্জলির আজীবন সদস্য প্রমোদ কুমার নাথ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ধর্মনগরের রাজবাড়ীতে সুজিত দাস পি ওয়াই এস প্রভারি, বিষ্ণু রায় কিষানসেবা সমিতি, স্বপ্না দেবনাথ মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতি, পানিসাগর অপূর্ব নাথ যুবা ভারত প্রভারি তাদের উদ্যোগে শিবির পালন করা হয়। যেভাবে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা দলে দলে এই বর্ণাঢ্য শিবিরে যোগদান করেছে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করেছেন বিএসটি প্রভারি রানা সিনহা।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুন।। জায়গা-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে নিকট আত্মীয়ের মারে আহত এক ব্যক্তি। এমনটাই অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হয় আহত ব্যক্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন শান্তিনগর এলাকায়।

জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা অজয় সাহা জায়গা-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে তার নিকটাত্মীয় ছোট ভাইয়ের বউয়ের মারে আহত হওয়ার অভিযোগ নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হয়। মঙ্গলবার রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া থানায় ছুটে আসে অজয় সাহা নামের ওই ব্যক্তি। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে ছুটে যায় শান্তিনগর এলাকায়। এদিন নিকট আত্মীয়ের মারে আহত অজয় সাহা জানিয়েছে তিনি এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করবে।

কল্যাণপুরে সুপারি ব্যবসায়ীদের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ জুন।। খোয়াই জেলার সুপারি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার উত্তরণের জন্য এক সভা হয়ে গেল। মূলত অনেক খাটনি এবং পরিশ্রম করেই তাদের ব্যবসা চালিয়ে যান। তাদেরই ব্যবসার সাথে অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। যাই হোক এদিন কল্যাণপুর বাজার কলোনি রোড স্থিত একত্র সংঘের হল ঘরে খোয়াই জেলার সুপারি ব্যবসায়ী দের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্য নিয়ে। ব্যবসায়ীরা জানান ত্রিপুরা থেকে তারা সুপারি কাঁচা হোক পাকা হোক তা ক্রয় করেন আসামে পাঠানোর উদ্দেশ্যে। কারণ ঐ সব স্থানে দাম একটু ভালো পাওয়া যায়। সুপারি ব্যবসায়ীরা ও খানিক লাভের মুখ দেখেন। বুধবার এর সভায় খোয়াই, কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়ার সুপারি ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের বক্তব্য হলো গাড়ি নিয়ে যখন সুপারি যায় তখন বৈধ কাগজ পত্র দেখে চুড়াইবাড়ি গেইট তাদের যেতে দেয়। কিন্তু আসামে ঢুকার পর আসামের গেইট তাদের বৈধ জি এস টি সহ সমস্ত কাগজ পত্র থাকা সত্ত্বেও আটকে দেয়। এতে করে বিরাট সমস্যায় পড়েন সুপারি ব্যবসায়ীরা। এবং কালক্ষেপের কারণে তাদের ব্যবসাও মন্দা হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণকমল দাস, উত্তম দেবনাথ, বিপ্লব রায় প্রমুখ। এদিনের সভা থেকে আওয়াজ উঠে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যেনো আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে এই অব্যবস্থার অবসান ঘটান। বুধবার পঁচিশ জন কে নিয়ে এক কমিটি ও গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হন পূর্ণ চন্দ্র রায়, সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেব এবং কোষাধ্যক্ষ হরিপদ শীল।

স্ত্রীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার চেষ্টা, স্বামীকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন।। নেশাগ্রস্ত যুবকের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। প্রতি রাতেই মদমত্ত অবস্থায় স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো সুমন মালাকার নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে।

ঘটনা কদমতলা থানাধীন প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে। মাতাল যুবক সুমন মালাকারের স্ত্রী কনিকা মালাকার জানান প্রতি রাতেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পেশায় টুকটুক চালক সুমন মালাকার বাড়িতে এসে কারণে-অকারণে স্ত্রীকে বেধড়ক মারপিট করতো। কিন্তু দিনের পর দিন এভাবে মুখ বুঝে সহ্য করতে করতে গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাতে মারধর চরম আকার ধারণ করে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে প্রথমে তাকে চরম মারধর তারপর গামছা দিয়ে হাত পা বেঁধে ফাঁসিতে ঝুলাতে চাইলে স্ত্রী কনিকা মালাকার চিৎকার চেঁচামেচি করতেই আশপাশের লোকজনরা জড়ো হওয়ায় এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যায়। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে নেশাগ্রস্ত যুবক সুমনকে পাকড়াও করে গণধোলাই দেয়া হয়। স্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে সে তার স্বামীর কঠোর আইনী সাজা চেয়েছে। এদিকে সামান্য আহত হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত জারি রেখেছে।

তেলিয়ামুড়ায় ছিনতাই, আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুন।। রাজ্যের কোথাও-না-কোথাও ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রতিনিয়ত উঠে আসছে। এবার তেলিয়ামুড়া শহরেও ছিনতাইয়ের ঘটনা, ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক যুবককে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে বুধবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন অম্পি চৌমুনী এলাকায়। জানা যায়, অম্পি চৌমুনী এলাকায় এক মহিলার টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে পালানোর সময় এক যুবককে আটক করে লোকজন। পরবর্তীতে ওই যুবককে আটক করে সাধারণ মানুষজন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। টাকা ছিনতাইয়ের অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম অন্দমনি দেববর্মা। ওই যুবক অকপটে নিজের মুখে স্বীকার করে নিয়েছে যে সে টাকা ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল। যদিও ওই যুবক জানায় সে আগে কোনদিন এরকম কাজ করেনি, প্রথমবারের মতো ছিনতাই করতে এসে লোকজনের হাতে ধরা খেয়েছে। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ওই যুবককে অম্পি চৌমুনী এলাকা থেকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

বড়মুড়ায় অজ্ঞাত পরিচয় দুই নাবালক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুন।। এক মারুতি গাড়ির চালকের মানবিকতার কারণে দুই আজ্ঞাত পরিচয় জনজাতি নাবালক বর্তমানে চাইল্ড হোমে আশ্রয় পেল। দুই আজ্ঞাত পরিচয় জনজাতি নাবালক শিশু উদ্ধার করে চাইল্ড লাইনে পাঠালো পুলিশ। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে বড়মুড়া সাধুপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। খবরে জানা যায়,আগরতলা বিমানবন্দর থেকে যাত্রী নামিয়ে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি তেলিয়ামুড়া দিকে ফেরার পথে বড়মুড়া সাধুপাড়া সংলগ্ন এলাকায় আচমকা ওই মারুতি গাড়ির চালকের গাড়ি থামিয়ে দুই জনজাতি নাবালক শিশু তাদের তেলিয়ামুড়া স্থিত খোয়াই চৌহমুনী নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, সামাজিক দায়বদ্ধতার টানে তাদের গাড়িতে করে খোয়াই চৌমুনীর উদ্দেশ্যে নিয়ে আসার পথে গাড়ির চালক সুরজিৎ পাল তাদের নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ওই দুই নাবালক তাদের নাম পরিচয় সঠিক ভাবে কিছুই বলতে পারছিল না, বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পেরে গাড়ির চালক সুরজিৎ পাল ওই দুই নাবালক কে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

কিন্তু পুলিশের কাছেও দুই নাবালক শিশু সঠিক কোন ঠিকানা বলতে পারছিল না। দুই নাবালক শিশুর মধ্যে একজনের বয়স আনুমানিক ১৩-আপরটির ১২ বছর হবে বলে জানায় পুলিশ। পুলিশ খবর পাঠায় খোয়াই চাইল্ড লাইনে। পরবর্তি সময়ে খোয়াই চাইল্ড লাইনের কর্মিরা দুই নাবালক শিশুকে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে নিয়ে যান এবং তাদের নিজ বাড়িতে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যায়। এখন চাইল্ড লাইনের কর্মিরা তাদের গন্তব্য স্থলে তথা পরিবারের সদস্যের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে জানা যায়।

এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করার আবেদন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের

ভুবনেশ্বর, ২২ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ওড়িশার সমস্ত বিধায়ককে দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করার আবেদন জানিয়েছেন।ণ একটি টুইট বার্তায়, তিনি ওডিশা বিধানসভার সমস্ত বিধায়কদের দলীয় লাইনের ঊর্ধে উঠে সর্বসম্মতভাবে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ওডিশার কন্যা দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেন। এদিকে বিজেডির সমর্থন পাওয়ার পরে অঙ্কের বিচারে কেন্দ্রের শাসক শিবির রাষ্ট্রপতি পদে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে জিতিয়ে আনার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন সাংসদ ও বিধায়কেরা। যে অঙ্কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়, তাতে মোট ভোটের মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০৩।

নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে যুবককে কুড়ি বছর জেল জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ জুন।। নাবালিকা অপহরণ এবং ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত প্রনজিৎ দেবনাথ(২৬)কে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা জজ আশুতোষ পান্ডে। অভিযুক্ত প্রনজিৎ দেবনাথ এর বাড়ি শান্তিরবাজার থানাধীন বেতাগা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে পকসো আইনের স্পেশাল পিপি প্রভাত চন্দ্র দত্ত জানান ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখ শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ষোল বছরের নাবালিকা বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে প্রনজিৎ তার দুই বন্ধুকে সাথে নিয়ে অলটো গাড়ি করে নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। স্কুল শেষে মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি করে। কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে নাবালিকার বাবা শান্তিরবাজার থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানায়। সাথে সাথে শান্তিরবাজার থানা ঘটনার তদন্তে নেমে সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর এর বিষুওপদ রায় এর বাড়ি থেকে প্রনজিৎ সহ নাবালিকা কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। আর প্রনজিৎ কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা এবং পকসো আইনে গ্রেফতার করে বিলোনিয়া আদালতে পাঠালে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠায়। তারপর শান্তিরবাজার থানা এই মামলার তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমা দিলে আদালত সতের জন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে। দীর্ঘ শুনানি শেষে বিচারক প্রনজিৎ দেবনাথ কে দোষী সাব্যস্ত করে। আজ তাকে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা জজ আশুতোষ পান্ডে পকসো আইনে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পনের হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো তিন মাস কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন শান্তিরবাজার থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর সীমা রায়। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পকসো আইনের স্পেশাল পিপি প্রভাত চন্দ্র দত্ত।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।